NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ‘ছেলেধরা’র গুজব থেকে গণপিটুনি কঠোরভাবে দমন করা জরুরি

রাজ্যের নির্দেশের পরেও মালদায় সরকারি জায়গায় হকার্স মার্কেট ৬

কলকাতা ২৬ জুন ২০২৪ ১১ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.6.2024, Vol.18, Issue No. 17 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিই

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন: লোকসভার বিরোধী দলনেতা পদে বসছেন রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক চলাকালীন সরকারিভাবে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল কংগ্রেস। প্রায় ৩ দশকের রাজনৈতিক কেরিয়ারে এই প্রথম কোনও সাংবিধানিক পদে বসলেন রাহুল। ১০ বছর বাদে লোকসভায় বিরোধী দলনেতার পদ পাচ্ছে কংগ্রেস। স্পিকার নির্বাচনের আগেই কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল জানিয়ে দিলেন, রাহুলই বিরোধী দলনেতা হবেন।

দুর্গাপুরে ব্রিটানিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: জনপ্রিয় বিস্কুট নির্মাতা সংস্থা ব্রিটানিয়া কলকাতা থেকে তাঁদের ব্যবসা গুটিয়ে ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছে বলে মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই আলোচনার কোনও ভিত্তি নেই। বরং ব্রিটানিয়া বাংলায় তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে অমিত মিত্র বলেন, তারাতলার ব্রিটানিয়া কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে খবর রটতে শুরু করায় ওই সংস্থার তরফে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, খুব সম্ভবত দুর্গাপুরে হতে চলেছে ব্রিটানিয়ার কারখানা।

কয়লা পাচার, গ্রেপ্তার আরও ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়লা পাচার দুর্নীতি মামলার গ্রেপ্তার আরও তিন। মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইসিএল-এর অভসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার অমিত কুমার ধর। এছাড়াও গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও দুই ব্যবসায়ীকে। এদিন তিনজনকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজাম প্যালেসের সিবিআই দপ্তরে তলব করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর বয়ানে অসঙ্গতি থাকায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। গত বৃহস্পতিবার ইসিএলের কাজোরা এরিয়ার জিএম নরেশ কুমার সাহা এবং অশ্বিনী কুমার যাদবকে গ্রেপ্তার করেছিলো সিবিআই। পাঁচ দিনের মাথায় এদিন ফের কয়লা পাচার দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার আরও তিন ।

হলং অগ্নিকাণ্ডে রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুয়ার্সের হলং বনবাংলোয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে পুলিশ ও দমকল বিভাগ রাজ্য সরকারকে আলাদাভাবে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বনবাংলোটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পরে শর্ট সার্কিট- এর কারণ দেখিয়ে বনদপ্তর প্রাথমিকভাবে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

রাজনীতি ছাড়লেন ভাইচুং

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দশকে ভোটে হারের ‘ডাবল হ্যাটট্রিক’ করে অবশেষে রাজনীতিকে বিদায় জানালেন ভাইচুং ভুটিয়া। ভারতীয় ফুটবল টিমের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মঙ্গলবার তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছেন, ‘২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলের পর আমি উপলব্ধি করেছি যে, ভোটের রাজনীতি আমার জন্য নয়। তাই আমি অবিলম্বে সব ধরনের নির্বাচনী রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছি।’

কেরল হবে কেরলম!

তিরুঅনন্তপুরম, ২৫ জুন: কেরলের নাম বদলে যাচ্ছে। নতুন নাম হচ্ছে ‘কেরলম’। সোমবার কেরল বিধানসভায় এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। প্রায় এক বছর আগেই কেরল বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে রাজ্যের নাম বদলের প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছিল। তার পরই কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধান বদল করে কেরলের নাম বদলের আর্জি জানানো হয়। সোমবার ফের এই প্রস্তাব পাশ হল। এই প্রস্তাবে সামান্য সংশোধন করা হয়েছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

লোকসভার স্পিকার নির্বাচনে মুখোমুখি ওম বিড়লা-কে সুরেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন: কে হবে অষ্টাদশ লোকসভার অধ্যক্ষ বা স্পিকার, তা নিয়ে মঙ্গলবার দিনভর সরগরম থাকল দিল্লি। লোকসভার পাটিগণিত বলছে বুধবার বেলা ১১টায় স্পিকার পদে ভোটাভুটিতে তাঁর জয় নিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে স্পিকার পদে পুনর্নির্বাচিত হয়ে প্রয়াত বলরাম ঝাখরের নজির স্পর্শ করবেন ওম বিড়লা। ঘটনাচক্রে, ওই পদে বসলে ঝাখরের মতোই ওমও হবেন রাজস্থান থেকে নির্বাচিত সাংসদ, যিনি উপর্যুপরি দ্বিতীয় বার স্পিকার পদে আসীন হলেন।

ওম বিড়লাকেই স্পিকার পদে মনোনয়ন দিল এনডিএ। অন্যদিকে শেষ মুহূর্তে বিরোধীরা পালটা প্রার্থী দেওয়ায় বুধবার লোকসভার স্পিকার নির্বাচনের জন্য ভোট হতে চলেছে। ওই ভোটাভুটি হবে সকাল ১১টা নাগাদ। সেক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে এই প্রথম লোকসভায় ভোটের মাধ্যমে স্পিকার নির্বাচন করা হবে। কারণ ইতিহাস বলছে, এতদিন সাধারণত লোকসভা স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন বিরোধিতা ছাড়াই। গত দু’বার সেভাবেই লোকসভার স্পিকার হয়েছিলেন ওম বিড়লা। যদিও এবার ভোটভাগ্যে শক্তিশালী বিরোধী জোট। অন্যদিকে শরিক নির্ভরতায় অস্বস্তিতে বিজেপি। ফলে ডেপুটি স্পিকার পদ পাওয়ার শর্তে ওম বিড়লার স্পিকার পদে ফেরায় রাজি ছিল বিরোধীরা। যদিও শাসক শিবির ডেপুটি স্পিকার পদও ছাড়তে চায়নি। এর পরই পালটা স্পিকার পদে মনোনয়ন জমা দিলেন কংগ্রেস নেতা কে সুরেশ।

সূত্রের খবর, স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার নিয়ে মঙ্গলবার কথা হয়েছিল মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাজনাথ সিংয়ের মধ্যে। স্পিকার নির্বাচনে বিরোধীদের সমর্থন চেয়ে সোমবার কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে কথা বলেন রাজনাথ।

এর পর মমতা, অখিলেশ, স্ট্যালিন-সহ সমস্ত বিরোধীদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন খাড়গে। এবং ডেপুটি স্পিকার পদের শর্তে ওম বিড়লাকে সমর্থনে সম্মতি জানানো হয়েছিল। যদিও শাসক শিবির কথা রাখেনি। সব মিলিয়ে লোকসভার স্পিকার পদ নিয়ে ধুন্ধুমার বেঁধে গিয়েছে। মুখোমুখি ওম বিড়লা এবং কে সুরেশ।

রাহুল-অভিষেক কথায় গলল বরফ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন: দুই শীর্ষনেতার কথায় গলল বরফ! স্পিকার নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী কে সুরেশকেই সমর্থক করতে পারে তৃণমূল। ইঙ্গিত দলীয় সূত্রে। তার আগে মঙ্গলবার রাতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও যোগ দেন তৃণমূলের প্রতিনিধি। লোকসভার স্পিকার পদে প্রার্থী দিয়েছে শাসক-বিরোধী দুপক্ষই। তবে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস কোনও আলোচনা করেনি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরই লোকসভার ট্রেজারি বেঞ্চে পাশাপাশি বসে রাহুল গান্ধি এবং অভিষেককে কথা বলতে দেখা যায়। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় দুজনের। সূত্রের খবর, তৃণমূলের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাহুল গান্ধি। এভাবে একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যে ভুল ছিল, সেটাও মেনেছেন তিনি। বস্তুত এই স্পিকার নির্বাচনকে সামনে রেখেই ইন্ডিয়া জোটের শক্তি প্রদর্শন করতে চাইছে কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই দলের তরফে তিন লাইনের একটি হুইপ জারি করা হয়েছে। বুধবার দলের সব সাংসদকে সংসদে উপস্থিত থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রথমে কংগ্রেসের একরোখা মনোভাবে অখুশি হলেও রাহুল গান্ধির নরম মনোভাব এবং দুঃখপ্রকাশের পর সুর নরম করছে তৃণমূলও। দলীয় সূত্রের খবর, স্পিকার নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থের কথা ভেবেই।

মমতার ধমকের পর শুরু কাজ

সল্টলেক ও গড়িয়াহাটে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অভিযানে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধমক খাওয়ার ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই সল্টলেকে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে নামল পুলিশ এবং পুরসভা। মঙ্গলবার সকাল থেকে বিধাননগর পুরসভার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড এবং সেক্টর ফাইভে বুলডোজার নিয়ে একাধিক দোকানের কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় নয়ানজুলির মধ্যেও বাঁশের মাচা করে টিনের কাঠামো দিয়ে দোকান তৈরি করা হয়েছিল। সে সবও ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সেক্টর ফাইভের কলেজ মোড়ে বহু দোকানদারকে ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, সব জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে। একই ভাবে কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতাল সংলগ্ন ফুটপাথ দখলমুক্ত করতেও পদক্ষেপ করে প্রশাসন। গড়িয়াহাটেও ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকানদারদের বলা হয়েছে এক দিনের মধ্যে সব জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে।

নবান্নে সোমবার পুরসভা নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেই বৈঠকে পুরসভার চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, পুরনিগমের মেয়র, মন্ত্রী, বিধায়কদের কার্যত তুলোধনা করেছিলেন তিনি। রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্দেশে মমতা সরাসরি বলেছিলেন, ‘সল্টলেকে সুজিত টাকা নিয়ে লোক বসাচ্ছে। সল্টলেকের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।’ মমতার ধমকের ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই পদক্ষেপ শুরু হয়েছে সল্টলেকে।

তবে প্রশাসনের অন্দরে অনেকের বক্তব্য, এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী বিবিধ নির্দেশ দিয়েছিলেন। পদক্ষেপও করা হয়েছিল। কিছু দিন যাওয়ার পর যে কে সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এখন পদক্ষেপ করা হলেও, কত দিন তা স্থায়ী হবে, তা নিয়ে সংশয়ী প্রশাসনের অনেকে। তবে সোমবারের বৈঠকের পরে সামগ্রিকভাবে তৃণমূলও আলোড়িত। মমতা সোমবার এ-ও বলেছিলেন, ‘এক দিনেই সবটা হবে না। আমি ১৫ দিন দেখব!’ তাঁর নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে কি না, তা দেখতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা।

ছয় দফা নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সরকারি জমি জবব দখল রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর এনিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নামল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্নের তরফে জেলাগুলোর জন্য ছয় দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। তা ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় পাঠান হয়েছে। নবান্নের দেওয়া নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- অবিলম্বে সরকারি জমিতে লাগাতে হবে সাইনবোর্ড। আর সেখানে লেখা থাকবে ‘এই জমি রাজ্য সরকারের’। মাঝেমধ্যেই জমি পরিদর্শনে যেতে হবে সরকারি আধিকারিকদের। শুধু তাই নয়, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই ছবি তুলতে হবে। এছাড়াও বিএলআরও, ডিএলআরও অফিসের সামনে দালালদের ঘোরাঘুরি বন্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশিকা নবান্নের তরফে বিভিন্ন জেলা শাসকদের পাঠান হয়েছে।

জঙ্গি সন্দেহে হাওড়া স্টেশনে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জঙ্গি যোগে আরও এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য এসটিএফ। মঙ্গলবার সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে হারেজ শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠীর শাখা ‘শাহাদত’ সংগঠনের সদস্য মহম্মদ হাবিবুল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। হাবিবুল্লাহকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হওয়া যুবককে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে হাজির করানো হয়েছে। সেখানে ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে চেয়ে আবেদন করছেন তদন্তকারীরা।

এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত হারেজের বয়স ২৭ বছর। বাড়ি নদিয়ার নবদ্বীপে। তদন্তকারীরা হারেজের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। পানাগড়ের হাবিবুল্লার সঙ্গে তাঁর কী যোগ রয়েছে, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখতে চাইছেন। এর আগে জঙ্গিযোগে কাঁকসার পানাগড় থেকে গ্রেপ্তার হন হাবিবুল্লাহ। ঘটনাচক্রে, পানাগড়েই ভারতীয় স্থলসেনা ও বায়ুসেনার ঘাঁটি রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ‘আনসার আল ইসলাম’ নামে একটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন রয়েছে বাংলাদেশে। ‘আল কায়দা’র সঙ্গেও ‘আনসার আল ইসলাম’-এর যোগ রয়েছে। বাংলাদেশেও সক্রিয় সেটি। সেই সংগঠনেরই একটি শাখা ‘শাহাদত’-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হাবিবুল্লাহ। তাঁর বিরুদ্ধে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত কাঁকসা থানায় মামলা রুজু করা হয়। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধী আইনের (ইউএপিএ) ধারায় মামলা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

গত শনিবার বিকেলে কাঁকসা থানার পানাগড়ের মীরেপাড়ার একটি বাড়িতে কাঁকসা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালান এসটিএফের আধিকারিকেরা। সেখান থেকেই পাকড়াও করা হয় হাবিবুল্লাহকে।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, হাবিবুল্লাহ মানকর কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর বাড়ি থেকে কিছু সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হয়। হাবিবুল্লাকে প্রথমে আটকে কাঁকসা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দীর্ঘ ক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে।

ফের অগ্নিকাণ্ড...

মঙ্গলবার দুপুরে বড়বাজারের মেহতা বিল্ডিংয়ের চারতলা থেকে আগুন বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করেন আধিকারিকরা। ছবি: অদিতি সাহা

তিস্তা জলবণ্টন নিয়ে কেন্দ্রের দাবি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তি নবীকরণ ও তিস্তার জল বণ্টন চুক্তি পর্যালোচনা রাজ্যকে অবগত রেখে করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি রাজ্য খারিজ করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার নবান্নে জানান, জল বণ্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে ২০২৩ সালে জলশক্তি মন্ত্রক একটি ১২ সদস্যের টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করে। তাতে একজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে রাখা হয়েছিল। গত ১১ জুন সেই কমিটি কেন্দ্রীয় জল কমিশনকে তাদের রিপোর্ট দেয়। যা জলশক্তি মন্ত্রকে জমা পড়ে। কিন্তু সেখানে পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি ছাড়া রাজ্যের মত নেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী সোমবার চিঠি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে জলবণ্টন নিয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন সেসবের কিছুই জলশক্তি মন্ত্রকের নজরে ছিল না। তারা সে সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে কোনও কিছুই জানায়নি।

শপথে গরহাজির তৃণমূলের ৩

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন: অষ্টাদশ লোকসভায় মঙ্গলবার সংসদে শপথ নিলেন বাংলার সাংসদেরা। সদ্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই শপথ নিলেন বাংলা ভাষায়। লোকসভায় উঠল ‘খেলা হবে’ স্লোগান। শপথ গ্রহণের পর তৃণমূল সাংসদদের গলায় শোনা গেল জয় বাংলা, জয় তৃণমূল। এমনকী, কেউ কেউ আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও স্লোগান দিলেন সংসদে। তবে বাংলার ৪২ সাংসদের মধ্যে তিনজন এদিন শপথ নেননি। হাজির ছিলেন না তৃণমূলের তিন জনপ্রতিনিধি। তাঁরা আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে শপথ নেবেন বলেই খবর। তৃণমূলের টিকিটে বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ২৯ জন। বিজেপির সাংসদ সংখ্যা ১৩। মোট ৪২ জনের মধ্যে এদিন সংসদে ছিলেন না ঘাটালের সাংসদ দেব, আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা এবং বসিরহাটের সাংসদ নুরুল ইসলাম। আগে থেকেই ঠিক ছিল, অভিনেতা-সাংসদ দেব বুধবার শপথ নেবেন। মেয়ের বিয়ের কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিন আসতে পারবেন না বলে আগেই দলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন শত্রুঘ্ন। অন্যদিকে, বসিরহাটের সাংসদ অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শপথগ্রহণ ঘিরে টানাপোড়েন অব্যাহত

ফের রাজ্যপালকে চিঠি নবনির্বাচিত দুই বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনে নির্বাচিত দুই বিধায়কের শপথ ঘিরে টানাপোড়েন অব্যাহত। রাজভবনেই রাজ্যপালের নির্দেশ মেনে শপথ নিতে হবে, ইমেল মারফত জানিয়ে দিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস। এদিকে বিধানসভায় শপথ নিতে নাছোড় সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন।

রাজভবনের চিঠি পাওয়ার পরই মঙ্গলবার দুপুরে বিধানসভায় হাজির হন দু-জন। স্পিকারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন।

এর পর ফের রাজভবনরে চিঠি দেন ভগবানগোলা এবং বরানগরের বিধায়ক। রাজ্যপালকে তাঁদের আর্জি, ‘আমাদের আর্জি একটু ভেবে দেখুন। এই বিধানসভার গরিমার কথা আমরা জানি। আমাদের ইচ্ছা এখানে শপথ পড়ি। আপনিই আসুন বিধানসভায়। আমরা আপনার কাছেই শপথ গ্রহণ করব।’

এনিয়ে রাজ্যপালের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

বুধবার ১২টা থেকে ৪টে পর্যন্ত বিধানসভায় অপেক্ষা করবেন নব নির্বাচিত দুই বিধায়ক।

উল্লেখ্য, কালকেই শপথের দিন ধার্য করেছিলেন রাজ্যপাল। সেটাও ১২টা থেকে ১২.৩০টার মধ্যে। সেই কারণেই ওই সময়ের আগেই বিধানসভায় চলে আসবেন দুজন। সেখানেই অপেক্ষা করবেন রাজ্যপালের জন্য। রাজভবনের কাছে বিধানসভায় শপথগ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। সেই আর্জি মঞ্জুর হলে শপথ নেবেন। সমস্ত সার্টিফিকেট তাঁদের কাছে তৈরি রয়েছে।

উপনির্বাচনের কেন্দ্রে বাহিনীর রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আসন্ন চারটি বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে মোতায়েন হতে চলেছে ৫৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুধবার থেকেই ওই সব এলাকায় বাহিনী রুট মার্চ করবে এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নজরদারি চালাবে। উল্লেখ্য, আগামী দশ জুলাই এই চার কেন্দ্রে বিধানসভার উপনির্বাচন হবে। যার ফলাফল প্রকাশ হবে ১৩ই জুলাই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Sourya Deep Kolay S/o. Ashok Kolay ও Souryadeep Kolay S/o. A. Kolay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৫৮০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Mukhopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Satyaranjan Mukherjee ও Lt. S. R. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Parna Batabyal W/o. Suman Batabyal ও Parna Batbyal W/o. S.Batbyal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৮৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Sett ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Swapan Sett ও S. P. Sett, S. Sett সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৪০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Biplab Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bimal Chatterjee ও B. K. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Shekh Sadak Ali (old name) S/o Sk Ohidul Ali R/o. Beleswar, Basna, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Sadek Ali (new name) S/o. Sekh Ohidul Haque নামে পরিচিত হইয়াছি। Shekh Sadak Ali S/o Sk Ohidul Ali & Sekh Sadek Ali S/o. Sekh Ohidul Haque উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Hamida Bibi Sold nameV W/o. Sk. Ohidul Ali R/o. Beleswar, Basna, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nurjahan Bibi Snew nameV W/o. Sekh Ohidul Haque নামে পরিচিত হইয়াছি। Hamida Bibi W/o. Sk. Ohidul Ali & Nurjahan Bibi W/o. Sekh Ohidul Haque D/o. Sk Rahamat Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sekh Sadek Ali.

বিজ্ঞপ্তি

আমি মানিক বৈরাগ্য, পিতা মৃত হারাধন বৈরাগ্য, সাং বামুনপুকুর, জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। বামুনপুকুর, নদীয়া নিবাসী আরতি বৈরাগ্য, স্বামী মৃত হারাধন বৈরাগ্য এবং খড়দহ, উঃ ২৪ পরগনা নিবাসী অপর্ণা বৈরাগ্য দিগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিগত ইং ২৪/০২/২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৫০৬ নং আমমোক্তার দলিলবলে বিগত ইংরাজি ১১.১২.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১২৮৭৬ নং দলিলবলে সাং ১৬৫ উছোলপুকুরি, পোষ্ট ধুলিয়া খালিসা, থানা মেখলিগঞ্জ, জেলা কোচবিহার নিবাসী সুবা বর্মন, পিতা কৃষ্ণ কান্ত বর্মনকে বিক্রয় করি। তাই আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা নামপত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারও কোনো অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি. এল. এন্ড.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্যামলী দাস, স্বামী-সুজয় দাস, সাং- কাঁচকুলি, ধর্মদা, থানা-নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া বিগত ইং ০৪.১২.২৩ তারিখ বেথুয়াডহরী সাব রেজিষ্টার অফিসে বুক ওয়ান ৮৯৪৩ নং আমোক্তার বলে শ্রী মনোজ কুমার মুখার্জী হইতে সদর মীর নিম্নলিখিত তপশীলের আমোক্তারপ্রাপ্ত যে সম্পত্তি তা ক্রয় করিলাম। এক্ষনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে নাকাশিপাড়া বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

তপশীল

মৌজা-৬৯ কাঁচকুলি, খতিয়ান-৩৬১৮, দাগ নং-১৪৮৭ কৃঃ, পরিমান-০.৫০ শতক।

।। বিজ্ঞপ্তি।।

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ইংরাজী ২৪/০৬/২০২৪ তারিখে সদর হুগলী কোর্টে ১৫০৯/২০২৪ নং নোটারী পাবলিক্ এফিডেভিট বলে আমার মক্কেল **শ্রী লক্ষীকান্ত পাত্র,** পিতা - প্রয়াত দুলাল চন্দ্র পাত্র, মাতা-প্রয়াত রেখা পাত্র, সাং- আমড়া, পো:- আবুজহাটি, থানা- জামালপুর, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন নং- ৭১৩১৬৬ এতদ্বারা ঘোষনা করিয়াছে যে, তাহার/তাহাদের মাতা **রেখা পাত্র** মহাশয়ের পিতা বলাই মালিক পিতা- প্রয়াত অক্ষয় মালিক মহাশয় জেলা হুগলী, থানা গুড়াপের অধীন খাজুরদহ মেলকী গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৬৬ নং জে এল ভুক্ত দূর্গাপুর মৌজায় অবস্থিত ২৪০ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৫২৭ নং দাগে শালি ১ আনা অংশে ১২ শতক ও হাল ৫৪০ নং দাগে শালি ১ আনা অংশে ২৪ শতক সম্পত্তি নিজ নামীত রেকর্ডভুক্ত স্বত্বদখলীয় সম্পত্তি থাকাকালীন পরলোক গমনকরিলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাহার পুত্র **তারক মালিক** ও কন্যা **রেখা পাত্র** মহাশয়/মহাশয়া উভয়ে সমতুল্যাংশে ১/২ অংশ অর্থাৎ অর্ধাংশ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অত:পর রেখা পাত্র মহাশয়া অর্থাৎ আমার মক্কেলের মাতা তাহার পিতার ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত ১/২ অংশের সম্পত্তি ভোগ দখলে থাকা কালীন পরলোক গমন করিলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাহার তিন পুত্র **১) কাশীনাথ পাত্র, ২) লক্ষীকান্ত পাত্র** ও **৩) পরেশ পাত্র** ও চার কন্যা **৪) বন্দনা সিং, ৫) নারায়নী পোড়েল, ৬) চন্দানী রায়** ও **৭) শিবানী আইচ** মহাশয়/মহাশয়াগন অর্থাৎ আমার সকল মক্কেলগন তাহার মাতার ত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশান সূত্রে সমতুল্যাংশে প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান মালিক হইতেছে।

বর্তমানে আমার সকল মক্কেলগন উক্ত সম্পত্তি বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি লইয়া কোনরূপ দাবীদাওয়া বা ওজর আপত্তি থাকে কিংবা কোন ব্যক্তি বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে অদ্যকার তারিখ হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন নচেৎ আমার মক্কেলগন উক্ত সম্পত্তি নিজেদের মনোনিত ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিবেন। তৎপরে কেহ কোনরূপ আপত্তি করিলে তাহা গ্রহন যোগ্য হইবে না।

বিনীত
তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো হইতেছে যে, আমার মক্কেল বরুন হালদার, পিতা- শ্যামাপদ হালদার, জাতি-হিন্দু, পেশা-চাযআবাদ, ভারতীয় নাগরিক, সাং-দাঁইহাট বৈরাগ্যপাড়া, পোঃ- দাঁইহাট, থানা-কাটোয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন নং- ৭১৩৫০২ মহাশয় এই মর্মে ঘোষণা করিতেছে যে জেলা-পূর্ব বর্ধমান, থানা- কাটোয়া, ব্লক- কাটোয়া-২ নং এর অন্তর্গত ১১০ নং ক্ষেতপুর পলাশী, ১০৭ নং মাখালতুর, উক্ত দুই মৌজার সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্য সাধারন ক্ষমতা আমমোক্তার প্রদান করেন। আমমোক্তার দাতাগন - ১) স্নিগ্ধা সিনহা, ২) অলক বসু, ৩) অনিত কুমার বসু, ৪) সুসমিতা দত্ত, ৫) অমিতাভ বসু, ৬) অমিত বসু, ৭) শুভ্রা রায়, ৮) অভিজিৎ বসু, ৯) তাপস বসু, ১০) অনন্যা বসু মাইতি, ১১) অরবিন্দু বসু, ১২) রুমা বসু, ১৩) অর্ধেন্দু বসু, ১৪) মিতা বসু, ১৫) অনুপম বসু, ১৬) টিয়া বসু, ১৭) সুমিতা দত্ত রায়, ১৮) সুচিতা মানিক কুমার দে, ১৯) গৌতম কাশিনাথ বসু, ২০) তপতী চক্রবর্তী, ২১) শ্রাবনী পান্ডা, ২২) অজন্তা দত্ত, ২৩) প্রনতী সিনহা- উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন- Samsad Sk., Advocate, Krishnagar Judge Court, Phone No. 9635552361.

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রীমতী শিখা ঘোষ স্বামী- অশোক কুমার ঘোষ, সাং গ্রাম ও পো: - সোমড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী-712123, ২) শ্রীমতী মৌমিতা ঘোষ পিতা- অশোক কুমার ঘোষ সাং ব্যান্ডেল বলীঘাট, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী-712103 বিগত ইং 09/03/2012 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-73/2012 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **মৈনাক ঘোষ** পিতা – অশোক কুমার ঘোষ সাং গ্রাম ও পো: - সোমড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী-712123) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি মৈনাক ঘোষ, **শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ পাল** পিতা মৃত নিমাই চন্দ্র পাল সাং বাগিপাড়া, পোঃ সোমড়া, থানা – বলাগড়, জেলা-হুগলী-712123 মহাশয়কে, হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-7535/2012 নং দলিল মূলে 4 শতক বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সোমড়া, জে.এল.- 37, হাল এল. আর 805 খতিয়ান, আর এস 454 দাগে ও এল আর 753 দাগে ডাঙা জমি মোট আনায় 19 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
মৈনাক ঘোষ
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

আমি, **শ্রী দেব কুমার ঘোষ** পিতা- মৃত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সাং গ্রাম ও পো: - সোমড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী-712123 ঘোষণা করিতেছি যে, **শ্রীমতী শিখা ঘোষ** স্বামী অশোক কুমার ঘোষ, সাং গ্রাম ও পো: - সোমড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী-712123 বিগত ইং 10/11/2006 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-24/2006 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **অশোক কুমার ঘোষ** পিতা – মৃত কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ সাং গ্রাম ও পো: - সোমড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী-712123 কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমাকে **শ্রী দেব কুমার ঘোষ** পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সাং গ্রাম ও পো: - সোমড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী-712123) হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-1673/2011 নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সোমড়া, জে.এল.- 37, হাল এল. আর 805 খতিয়ান, আর এস 599 দাগে ও এল আর 751 দাগে শালি জমি মোট আনায় 25 শতকের মধ্যে 7.76 শতক বিক্রয় করেন।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
দেব কুমার ঘোষ

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী অভিজ্ঞ কুমার ঘোষ পিতা অনিল কুমার ঘোষ, সাং জুকের আড়া, পো: - পোড়া বাজার, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী-712305, বিগত ইং 14/03/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-2322/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **ধ্রুব সাগর** পিতা – ভোলা প্রসাদ যাদব হাল সাং ও পো: - আলিপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী-712305) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **শ্রী ধ্রুব সাগর**, (১)অনিতা দেবী স্বামী শ্রী রঞ্জিত প্রসাদ মাহাত সাং 303, ইন্দ্র অ্যাপার্টমেন্ট, পশ্চিম সাপুইপাড়া, পোঃ সাপুইপাড়া, থানা বালী (নিশ্চিন্দা), জেলা হাওড়া, পিন 711227- মহাশয়কে – I-2921/2024 নং দলিল মূলে 03.30 শতক ও (২) বিজয় প্রসাদ পিতা মোহন মাহাত সাং 303, ইন্দ্র অ্যাপার্টমেন্ট, পশ্চিম সাপুইপাড়া, পোঃ সাপুইপাড়া, থানা বালী (নিশ্চিন্দা), জেলা হাওড়া, পিন 711227- মহাশয়কে – I-2920/2024 নং দলিল মূলে 05 শতক, মোট দুইটি দলিল হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, অফিসে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- ধেমুয়া, জে. এল.- 40, হাল এল.আর. খতিয়ান - 345, আর. এস. দাগ নং- 407, হাল এল. আর. 550 দাগে শালি জমি, মোট 1 আনায় 120 শতকের মধ্যে 10 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
ধ্রুব সাগর
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী মহেন্দ্র নাথ ঘোষ পিতা স্বর্গীয় কাশিনাথ ঘোষ, সাং দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পো: - দেবানন্দপুর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-712123, বিগত ইং 22/01/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-757/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী তাপস ঘোষ** পিতা – মহেন্দ্র নাথ ঘোষ সাং দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পো: - দেবানন্দপুর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-712123) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **শ্রী তাপস ঘোষ, শ্রীমতী প্রতিমা কুমারী দেবী** স্বামী মনোরঞ্জন কুমার প্রসাদ সাং সার্ভে ভিউ পার্ক, ব্যান্ডেল, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123- মহাশয়কে – I-2458/2024 নং দলিল মূলে 3 শতক হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, অফিসে 01/03/2024 তারিখে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- মানুষপুর, জে. এল.- 4, হাল এল.আর. খতিয়ান - 377/1, আর. এস. দাগ নং- 116, হাল এল. আর. 142 দাগে কলবাগান জমি, মোট 1 আনায় 109 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
তাপস ঘোষ
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে জুন। ১১ ই আষাঢ়। বুধবার । পঞ্চমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টত্তরি রাহু র বিংশত্তরি মঙ্গল র। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস। সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস। কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত র শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দুন এক্সপ্রেসে দুষ্কৃতী হামলায় আহত যাত্রী, হাওড়ায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দূরপাল্লার ট্রেনের কামরার সংরক্ষিত আসনে বসা নিয়ে বিবাদের জেরে ধুন্ধুমারকাণ্ড। ওই কামরার যাত্রীদের উপর দুষ্কৃতী হামলায় মাথা ফাটল এক যাত্রীর। হাওড়াগামী ডাউন দুন এক্সপ্রেসের এই ঘটনায় রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

ট্রেন দুর্ঘটনার পর এবার যাত্রী সুরক্ষাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে চলন্ত ট্রেনে ঘটল দুষ্কৃতীদের হামলা। সোমবার রাতে ১৩০১০ ডাউন দুন এক্সপ্রেসের এস-৯ কামরাতে যাত্রীদেরকে মারধর, পাথর ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার সূত্রপাত সংরক্ষিত আসনে বসা নিয়ে। সোমবার রাতে বিহার রাজ্যের উপর দিয়ে যখন ট্রেনটি আসছিল, তখন এস-৯ সংরক্ষিত কামরায় দুই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি উঠে পড়ে। জোর করে সংরক্ষিত আসনে বসার চেষ্টা করে তারা। সেই সময় সেখানে উপস্থিত অন্যান্য যাত্রীরা আপত্তি করলে তাঁদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপর পরবর্তী স্টেশন আসতেই প্রচুর বহিরাগত লোক ওই এস ৯ সংরক্ষিত কামরায় উঠে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। এমনকী, এই

ঘটনায় মারধর করা হয়েছে একাধিক যাত্রীদের। হামলার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কামরার মধ্যে আয়না ভাঙচুর করা হচ্ছে। বয়স্ক থেকে শুরু করে বাচ্চাদের উপরে হামলা চালানো হচ্ছে। এমনকী, কোনও যাত্রীর নাক ফেটে রক্ত পড়ছে তো কারওর আবার মাথাও ফেটেছে। ঘটনা ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। হাওড়ায় নেমে চলন্ত ট্রেনে আরপিএফ কর্মীদের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন যাত্রীরা। তাঁদের অভিযোগ, হাওড়া স্টেশনে ট্রেন পৌঁছলে তাঁরা এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন রেল কর্তৃপক্ষের কাছে। অন্যথায় তাঁরা বিক্ষোভের পথে হাঁটবেন বলেও জানান।

ট্রেনের ওই কামরাতে হামলা চালানোর ঘটনায় যাত্রীরা কয়েকজনকে আটক করেন। পরে আরপিএফের আধিকারিকরা এসে তাদের নিয়ে গেলে যাত্রীদের মধ্যে আরও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। যদিও এই ঘটনায় রেলের পক্ষ থেকে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা এখনও স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। পাশাপাশি, আহত যাত্রীদেরও প্রাথমিক চিকিৎসা স্টেশনে করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

কেএমডিএ, কেএমসি এবং স্থানিয় প্রশাসন যৌথভাবে শিয়ালদা বিদ্যাপতি সেতুর স্বাস্থ্য পরিদর্শন করল।

ভিলেজ পুলিশদের ভাতা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিলেজ পুলিশদের ভাতা বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। তাদের দৈনিক খাতা ৩৪ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। এর ফলে তাদের মাসিক বেতন ১ হাজার টাকা করে বাড়বে। গত বাজেটে সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশদের ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়। এজন্য ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অর্থ দফতর সূত্রে জানা গেছে, এবার থেকে ভিলেন পুলিশদের বেতন ১০০০ টাকা করে বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে মূল বেতনও খানিকটা বেড়ে যাবে। বাজেটে এই ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেই ঘোষণাই এবার বাস্তবায়িত হল। ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়াররা এতদিন দৈনিক ৩৪৪ টাকা করে ভাতা পেতেন। সেই ভাতাই বেড়ে এবার ৩৭৮ টাকা করা হচ্ছে। এই দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সঞ্চয় শুরু করতে পারবেন ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়াররা। ২০২৪ সালের বাজেটে সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, ভিলেজ পুলিশদের বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়। যার জন্য মোট ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় ।অন্যদিকে ভিলেজ পুলিশ পদে চাকরি করতে হলে প্রার্থীকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হয়। তাছাড়া ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হয় বয়স। জেলা পুলিশই এই পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়ারদের কাজ করতে হয়। আগে সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশের কর্মীরা অবসরকালীন প্রাপ্য হিসেবে ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা পেতেন। এবার সেটা বাড়িয়ে করে দেওয়া হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। এই খাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

কাজ চলছে ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের ডি-ওয়ালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রোর পার্পল লাইনের ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে, এমনটাই জানাল কলকাতা মেট্রো রেল। এই পার্পল লাইনের জোকা-মাজেরহাট প্রসারিত অংশ ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছানোর জন্য এটিকে আরও প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চলছে। এই করিডোরের মোমিনপুর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত নির্মাণ কাজও চলছে। এই স্ট্রেচ নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই গত জুলাইয়ে লারসেন অ্যান্ড টুব্রোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই অংশের চারটি স্টেশনের মধ্যে (খিদিরপুর, ভিক্টোরিয়া, পার্ক স্ট্রিট এবং এসপ্ল্যানেড) ভূগর্ভস্থ ভিক্টোরিয়া স্টেশনের নির্মাণ কাজ নির্বাহকারী সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) হাতে নিয়েছে। একইসঙ্গে এটাও জানানো হয়েছে যে, এই স্টেশনটি ৩২৫-মিটার দীর্ঘ হবে এবং এর প্ল্যাটফর্ম স্তরটি পৃষ্ঠ থেকে ১৪.৭-মিটার গভীরতায় থাকবে। এই ভূগর্ভস্থ স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকার ব্যারিকেডিং কাজ এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। সঙ্গে এটাও জানানো হয়েছে যে, প্রথমে ডায়াফ্রাম ওয়াল (ডি-ওয়াল) তৈরি করা হচ্ছে এবং তারপর কাট এবং কভার টপ-ডাউন পদ্ধতি অনুসরণ করে স্টেশন স্ল্যাব

তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যে ১১৫ মিটার ডায়াফ্রাম দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে মোট ৭০৯ মিটার ডায়াফ্রাম দেয়াল নির্মাণ করা হবে।

ক্রুজে চেপে গঙ্গা আরতি দেখা যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: লঞ্চ নয় এবার ক্রুজে চেপে কলকাতার গঙ্গা আরতি চাক্ষুষ করার সুযোগ মিলবে। সেইসঙ্গে সুযোগ মিলবে বাউল গান শোনার। হুগলি জলপথ পরিবহণ ও একটি বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে নতুন এই পরিষেবা চালু হতে চলেছে। আগামী পয়লা জুলাই থেকেই চালু হতে পারে এই পরিষেবা।

জানা যাচ্ছে, বাবুঘাট থেকে শুরু হতে পারে এই গঙ্গাবিহার। এই গঙ্গাবিহারের মূল লক্ষ্যই হল কলকাতার বাবুঘাট ও হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে গঙ্গা আরতি দেখানো। একটি বেসরকারি সংস্থার লঞ্চে এই গঙ্গা আরতি দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আড়াই ঘণ্টার গঙ্গাবিহারে থাকছে বাউল গান শোনার সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ফুচকা, ঝালমুড়ি সহ নানা ধরনের খাবারের আয়োজন। এই গঙ্গাবিহারের জন্য টিকিটের মূল্য ৩০০ টাকা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

বেসরকারি সংস্থার এই লঞ্চটি বাবুঘাট থেকে ছেড়ে প্রথমে যাবে নিমতলা ঘাটে। এরপরে সেটি হাওড়া ব্রিজ, মিলেমিয়াম পার্ক হয়ে ফের বাবুঘাটে আসবে। সেখানে গঙ্গা আরতি দেখাবে। এরপর লঞ্চটি যাবে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে। সেখানেও গঙ্গা আরতি দেখানো হবে। শেষে লঞ্চটি আবার বাবুঘাটেই ফিরে আসবে। প্রতিটি লঞ্চে ৪০ থেকে ৫০ জনের আসন রাখা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে হুগলি জল পথ পরিবহণের ডিরেক্টর অজয় দে জানান, 'পরিষেবা চালু করার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে আলোচনা হয়েছে। যাত্রী নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিবেচনা করে দ্রুত এই পরিষেবা চালুর কথা ভাবা হচ্ছে।'

বিশ্ব মাদক দিবস উৎযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব মাদক দিবস বা আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উৎযাপন করা হল বেনিয়াপুকুর ও এন্টালি থানা-সহ ইএসডি'র অধীনস্থ সমস্ত থানাগুলোতে। মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে শিশুদের নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এদিন পুলিশের তরফে বিভিন্ন রকম সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে ব্যপক সাড়া পাওয়া গেছে। এই বিশেষ দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়াও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। মাদক যে মানুষের জীবনকে ধংস করে দেয় সেই প্রচার মূলত এদিন করা হয়। এসিস্ট্যান্ট সিপি অশোক কুমার দুবে, এন্টালি থানার ওসি সুব্রত পাল, ওসি বেনিয়াপুকুর রাজীব দে ও এডিশনাল ওসি এন্টালি গৌরাঙ্গ হালদার সহ অনেক পুলিশ অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

চুঁচুড়া জোনে বারুইপাড়ায় ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের মূল শাখার উদ্বোধন হল। শুভ সূচনা করলেন কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের চিফ জেনারেল ম্যানেজার বিনয়কুমার সিং সহ বিশিষ্টরা। একইসঙ্গে ব্যান্ডেল বাজার ব্রাঞ্চের এটিএম কাম বিএনএ ম্যাসিনেরও উদ্বোধন করা হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ জুন ২০২৪ ১১ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার

প্রাথমিক টেটে ভুল প্রশ্ন সংক্রান্ত মামলা

বিষয়ভিত্তিক পৃথক কমিটি গড়ার ভাবনা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৭ এবং ২০২২ সালের প্রাইমারি টেট পরীক্ষায় ভুল প্রশ্নপত্র যাচাইয়ে পরীক্ষার পাঁচ বিষয়ে প্রশ্ন ভুলের ঘটনায় প্রতি বিষয়ে পৃথক পৃথক এক্সপার্ট কমিটি গড়ার ভাবনা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের। এর আগে অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। দুটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যাচাইয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে পৃথক কমিটি গঠন করা হয়। ২০১৭ ও ২০২২ সালের প্রাইমারি টেট এর আগে সিঙ্গেল বেঞ্চ যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে দুটি সালের জন্য দুটি পৃথক কমিটি গড়ে এক্সপার্ট অপিনিয়ন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই দুটি রায় চ্যালেঞ্জ হয় ডিভিশন বেঞ্চে। এবার বিষয় ভিত্তিক কমিটি গঠন করার কথা ভাবছে ডিভিশন বেঞ্চ। প্রাথমিক টেট ভুল প্রশ্নের মামলার শুনানি শুক্রবার শেষ হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, বুধবার এই মামলার রায়দান হতে পারে।

এর আগে গত এপ্রিল মাসে ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ভুল মামলায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য চায় কলকাতা হাইকোর্ট। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে ফের বিতর্কিত উত্তর খ তিয়ে দেখে তাদের বিশেষজ্ঞদের মতামতও মামলাকারীদের ওই প্রশ্নের সঙ্গে বিশ্বভারতীয় উপাচার্যের কাছে পাঠানোর কথা জানানো হয়। বাংলা, পরিবেশ বিজ্ঞান-সহ তিন বিষয়ে প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ ছিল। এপ্রিল মাসেই ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষার ভুল প্রশ্নপত্র নিয়েও পদক্ষেপ করে হাইকোর্ট। প্রশ্নপত্র যাচাইয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা চাওয়া হয় আদালতের তরফে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দিয়ে বিশেষ কমিটি গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এই প্রাইমারি টেট পরীক্ষায় প্রথমে ১৩টি প্রশ্নে ভুল আছে বলে জানা যায়। পরে দেখা যায়, ১৩ নয় ১৫টি প্রশ্নে ভুল আছে। সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ২১টি। নতুন করে যে মামলা হয়, তাতে প্রশ্ন ভুলের সংখ্যা বলা হচ্ছে ২৩টি। ১৫০টি প্রশ্নের মধ্যে ২৩টি প্রশ্নেই ভুল কী করে হয়, সেই নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৪ সালের টেট-এর পরেও ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেট-ও প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার অভিযোগ উঠেছিল। প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরীক্ষার্থীদের একাংশ। প্রশ্নপত্র যাচাইয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের দাবি, প্রশ্নে ভুল রয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে তদন্ত করার বিষয়ে সবথেকে উপযোগী পর্ষদের বিশেষজ্ঞ কমিটি। কেননা, তারাই এতদিন ধরে এই কাজ করে আসছে।

জল জমা নিয়ে পুর বৈঠক

গড়হাজিরা অধিকাংশ শাসক-কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার বেশ কিছু এলাকায় জমা জল নিয়ে সোমবার নবান্নের বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপরই নড়েচড়ে বসেন মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিং। সোমবার কলকাতা পুরসভায় শহরের জল জমা সমস্যা মেটানোর বৈঠকের ডাক দেন। কিন্তু বৈঠকের শুরুতে দেখা যায় অধিকাংশ চেয়ারই খালি।

পুরসভা সূত্রে খবর, বর্ষার জল নিকাশিতে কলকাতা পুরসভার ১৬টি বরোতে সব মিলিয়ে ৫৭৯ টি পাম্প চলে। এরপরও বর্ষায় শহরে জল জমার অভিযোগের শেষ নেই। এই সমস্যা সমাধানে কলকাতা পুরসভায় সোমবার বৈঠক ডেকেছিলেন তারক সিং। দেখা গিয়েছে, সোমবারের সেই বৈঠকে গরহাজির সিংহভাগ তৃণমূল কাউন্সিলরই। মেয়র পারিষদ-সহ নিকাশি দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা মিটিং শুরু করেছেন সময়মতো। বৈঠক শেষেও দেখা পাওয়া যায়নি শাসকদলের অধিকাংশ কাউন্সিলরকে।

এদিকে পুরসভা সূত্রে খবর, যে সমস্ত এলাকায় 'পাম্প' নিয়ে সমস্যা হচ্ছে সেখানকার কাউন্সিলরদের ডাকা হয় মঙ্গলবার। সব মিলিয়ে ৫৪টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে ডাকা হয়েছিল। বৈঠকের শুরুতে কাউন্সিলরদের অনুপস্থিতি নিয়ে মেজাজ হারান মেয়র পারিষদ। তিনি

বলেন, 'কোনও কাউন্সিলর বলেন, পাম্প পাচ্ছি না। কেউ বলেন পাম্প পেয়েছি, কিন্তু পাম্প চালানোর লোক নেই। অনেকে বলেন, লোক থাকলেও তেল নেই। এই সমস্যাগুলো যাতে এই বর্ষায় না হয় সে জন্য এই বৈঠকটা ডাকা হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখছি কাউন্সিলরদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম। ৫৪ জন কাউন্সিলর ডেকেছিলাম। মেরেকেটে এসেছেন জনা ১৫।'

হতাশ মেয়র পারিষদের কথায়, 'এই যদি উপস্থিতির হার হয় তাহলে কিছু বলার নেই।' যদিও কলকাতা পুরসভায় বামেদের দুজন কাউন্সিলরই হাজির ছিলেন এদিন। ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলর মধুছন্দা দেব জানিয়েছেন, দবর্ষা দুয়ারে। এখন এই ধরনের বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। মেয়র পারিষদ হোয়াটস অ্যাপে বৈঠকের কথা জানিয়েছিলেন। নিজের এলাকার জল জমার সমস্যা কমাতে না পারলে সেটা কাউন্সিলরের ব্যর্থতা। সেই কারণেই আমি এসেছি। যাঁদের ডাকা হয়েছিল, তাঁদের সকলের আসা উচিত ছিল।' পুরসভা সূত্রে খ বর, এদিনের এই বৈঠকে তৃণমূল কাউন্সিলরদের মধ্যে ছিলেন মেয়র পারিষদ অসীম বসু, কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে, গোপাল রায়, বসুন্ধরা গোস্বামী, লিপিকা মান্না, রঞ্জিত শীল-সহ অন্যান্যরা।

হাজিরা না দিলে সৌমিত্র খাঁর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৯ জুলাই আদালতে হাজির না দিলে গ্রেফতার করা হবে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে। সৌমিত্র খাঁয়ের বিরুদ্ধে এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে বিধাননগরের এমপি, এমএলএ কোর্ট। আদালত সূত্রে খ বর, ২০২৩ সালে সোনামুখি থানা এলাকায় একটি অশান্তির ঘটনায় হিংসা ছড়ানো, মারধর, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। মামলা হয় সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে। তদন্ত করে চার্জশিটও পেশ করে পুলিশ। সেই মামলাতেই সৌমিত্রর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হল। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এর আগে চারবার এমপি, এমএলএ কোর্টে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও প্রতিবার হাজিরা এড়িয়েছেন তিনি। একাধিক বার হাজিরা এড়ানোর কারণে ক্ষুব্ধ আদালত। সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হল বলে আদালত সূত্রে খবর।

এদিন সৌমিত্র খাঁ কেন আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন না, সে ব্যাপারে তাঁর আইনজীবীর কাছে জানতে চায় আদালত। সৌমিত্রর আইনজীবী জানান, ভোট পরবর্তী হিংসা সামাল দিতে ব্যস্ত রয়েছে তাঁর মক্কেল। সেই কারণেই তিনি আদালতে হাজিরা দিতে পারছেন না। আদালতের তরফে জানানো হয় , এর আগে চার চারবার তাঁকে তলব করা হয়েছিল। কিন্তু, সাংসদ সেটাতেও কর্ণপাত করেননি। সেই কারণেই, এবার বাধ্য হয়ে আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে চলেছে।

উল্লেখ্য, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর কেন্দ্র থেকে এবার লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এবারেও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুজাতা মণ্ডলকে হারিয়ে বিষ্ণুপুরের সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন সৌমিত্র। যদিও, জয়ের ব্যবধান এবার অনেকটাই কমে যায়। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের পর দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বিজেপি সাংসদ। এবারের নির্বাচনে রাজ্যে খ ারাপ ফলের জন্য বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন তিনি। দলীয় সমস্যা মেটেনি এখনও। তার উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা এবার আরও বেশি চিন্তায় ফেলেছে বিষ্ণুপুরের সাংসদকে।

ব্রিটানিয়ার অফিস কলকাতা থেকে সরছে না: অমিত মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবারই তারাতলায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ব্রিটানিয়া সংস্থার কারখানা। এই সংক্রান্ত নোটিশও দেওয়া হল কোম্পানির তরফে। কলকাতার বুকে প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো এই কারখানা বন্ধের খবরে শুধু কারখ ানার কর্মীরাই নয়, ভেঙে পড়েছেন রাজ্যের মানুষও। শতাধী প্রাচীন এই কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কারণ কি তা নিয়ে তৈরি হয় জল্পনা। এবার সেই ইস্যুতেই মুখ খুললেন রাজ্যের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে তিনি জানান, ব্রিটানিয়া সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বরুণ বেরির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে তাঁর। দু এক আগে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন তাঁকে। ব্রিটানিয়া একটি কোম্পানি হিসেবে বাংলার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্রিটানিয়ার ওই কর্তাকে উদ্ধৃত করে অমিত মিত্র বলেন, 'আজ ব্রিটানিয়া পশ্চিমবঙ্গে এক হাজার থেকে ১২০০ কোটি টাকার বিস্কুট উৎপাদন করছে, যা অব্যহত থাকবে। বাংলায় ব্রিটানিয়ার ব্যবসা আরও শক্তিশালী করে তোলা হবে। ব্রিটানিয়া কোম্পানির এমডি জানিয়েছেন, ব্রিটানিয়ার যে রেজিস্টার অফিস কলকাতায় আছে, সেটা কলকাতাতেই থাকবে। সংস্থার শেয়ার হোল্ডারদের মিটিং, যা এতদিন ধরে কলকাতায় হয়, সেটাও কলকাতাতেই হবে।' অমিতবাবু এও জানান, বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন এমডি। বিদেশ থেকে ফিরলে পুরো টিম নিয়ে দেখা করবেন বলেও অমিত মিত্রকে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সবশেষে বলেন, 'যা শোনা যাচ্ছে, ব্রিটানিয়া নাকি পালিয়ে গেল, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত।' তবে তারতলার কারখানা কেন বন্ধ হল, সেই কারখানার ভবিষ্যৎ কী, তা নিয়ে কোনও সদ্যুত্তর দেননি রাজ্যের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র।

হাজি নুরুলের প্রার্থীপদ বাতিলের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ রেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বসিরহাট নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল। ফল বের হলেও হাজি নুরুলের মনোনয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতে মামলা করলেন রেখা। মঙ্গলবার আদালতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মনোনয়নে ভুল তথ্য আছে, ভোটও অন্যায়ভাবে করিয়েছেন উনি।' সেই অন্যায় মানবেন না বলেই দাবি করেছেন রেখা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৪৭ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির রেখা পাত্রকে হারান হাজি নুরুল ইসলাম। সন্দেশখ ালির প্রতিবাদী মুখ ছিলেন রেখা পাত্র। সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদী মুখ রেখাকে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয় বিজেপির তরফ থেকে। এমনকি ভোটের প্রচারে নামার আগে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপর বসিরহাটের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জুড়ে প্রচারও করতে দেখা যায় রেখাকে। তবে ফলাফলে তিনি অনেকটাই পিছনে রয়ে যান। উল্লেখ্য, ভোটের আগেই হাজি নুরুলের মনোনয়ন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বসিরহাট কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের প্রার্থীপদ বাতিল হওয়া উচিত বলে দাবি করেছিল বিজেপি। তাঁর নো ডিউজ সার্টিফিকেট দেওয়ার শেষ সময় পেরিয়ে গেলেও তা জমা দেননি তিনি, এমনই অভিযোগ তুলেছিল গেরুয়া শিবির। আদালতে গিয়ে রেখ া পাত্র জানিয়েছেন, ভোটের নিয়ম ভেঙেছেন হাজি নুরুল, সেই কারণেই এই মামলা করেছেন তিনি।

হালিশহরে ভাঙা হল বেআইনি নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ ছিল, সরকারি জমিতে থাকা বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশিকা পাওয়া মাত্রই নড়েচড়ে বসে হালিশহর পুরসভা। মঙ্গলবার হালিশহর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাগমোড়ে সন্নিহিত রাস্তার ধারে থাকা একটি বেআইনি হোটেল পুরসভার উদ্যোগে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। বেআইনি হোটেল উচ্ছেদ নিয়ে হালিশহর পুরসভার পুরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষ বলেন, 'বেআইনি হোটেল ভাঙার বিষয়ে পুরসভার তরফে আগাম নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো হোটেল মালিক জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন। এদিন ছিল জবরদখল খালি করার দিন। তবে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাবার পরই আমরা তৎপর হই। যেখানে হোটেল ছিল, সেখানে টোটো ও অটো রাখার স্ট্যান্ড করা হবে।' পুরপ্রধান আরও জানান, সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা ৩৭-৩৮টি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নিজেরা জিনিসপত্র সরিয়ে জায়গা খালি না করলে পুরসভা আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। রাস্তার ধারের জবরদখল উচ্ছেদে পুরসভার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দা শেখর ব্যানার্জি বলেন, রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা হোটেলটির জন্য পথচারীদের যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই হয়তো পুরসভার পক্ষ থেকে হোটেলটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, মানুষের সুবিধার্থে সমস্ত জবরদখল ভেঙে দেওয়া উচিত।

বড়বাজারের মেহতা বিল্ডিংয়ে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহর কলকাতায় ফের আগুন। মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা বড়বাজারের মেহতা বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিল্ডিংয়ের তিন তলার একটি ঘরে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে থাকেন দমকলকর্মীরা।

মঙ্গলবার এদিন দুপুর সাড়ে চারটে নাগাদ হঠাৎ মেহতা বিল্ডিংয়ে সাদা ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। কীভাবে আগুন লাগল, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। এমনিতেই এলাকাটি বেশ ঘিঞ্জি। বিকেলের ব্যস্ত সময় আগুন লাগায় তীব্র যানজট তৈরি হয় রাস্তায়। আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ও।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, পাঁচতলা এই মেহতা বিল্ডিংয়ের চার তলায় একটি রাসায়নিক সামগ্রী থাকা গোডাউনে আগুন লাগে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এসি মেশিন থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে মেহতা বিল্ডিংয়ে যে অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা রয়েছে, তা উপযুক্তভাবে কাজ করেনি। এমনকি স্বয়ংক্রিয় কোনও অ্যালার্ম বাজেনি বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। এরপরই আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্যত ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ব্যবসায়ীরা। উল্লেখ য, যেখানে আগুন লেগেছে তার ঠিক উপরে প্রায় ১২-১৩টি ঘর ছিল। সেখানে পরিবার পরিজনদের নিয়ে একাধিক ব্যবসায়ীর বসবাস। তাঁদেরকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ওই গুদাম এবং আশপাশের সবকটি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে দমকলের তরফে জানানো হয়েছে।

লক্ষাধিক টাকা চুরি ধৃত মা, ফেরার ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছেলেকে চুরিতে মদত জোগানোর অভিযোগে গ্রেফতার মা। মায়ের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া টাকার একটি অংশ। ছেলে পলাতক।

বউবাজার থানা সূত্রে খবর, মধ্য কলকাতার বউবাজার এলাকার একটি অফিসে চুরির ঘটনাটি ঘটে। ধৃত ওই মহিলার নাম মালতী রায়। দমদমের বাসিন্দা। তাঁর ছেলে রাহুল বউবাজারের একটি অফিসে কাজ করতেন। অফিসের মালিক তাঁকে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিতে বলেন। সে ওই টাকা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কে আর জমা পড়েনি টাকা। পুরো টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায় ওই যুবক। টাকার একটি অংশ নিয়ে তিন বন্ধুর সঙ্গে দিঘায় চলে যায়। এক বন্ধুর মোবাইলের সূত্র ধরে দিঘার হোটেলে হানা দেয় পুলিশ। কিন্তু পুলিশ হানা দিতে পারে আঁচ করতে পেরে রাহুল পালিয়ে যায়। তবে হোটেল থেকে ওই তিন বন্ধুকে বউবাজার থানার পুলিশ গ্রেফতার করে।

ধৃতরা জেরায় পুলিশকে জানায়, দিঘায় রাহুল তাদেরকে জানায় তার মায়ের কাছে রয়েছে টাকার কিছুটা অংশ। বাকিটা সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। সেইমতো উত্তর শহরতলির দমদমে তার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। যদিও সেখানে মালতীর সন্ধান মোলায় নিমতায় এক আত্মীয়র বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলশি। সেখানে মালতীর সন্ধান মেলে। তাঁর বাড়ির বিছানার তলায় তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ তিন লাখ টাকা উদ্ধার করে। মাকে জেরা করে ছেলের সন্ধান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ধৃত ওই মহিলার নাম মালতী রায়। দমদমের বাসিন্দা। তাঁর ছেলে রাহুল বউবাজারের একটি অফিসে কাজ করতেন। অফিসের মালিক তাঁকে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিতে বলেন। সে ওই টাকা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কে আর জমা পড়েনি টাকা।

'অশালীন ব্যবহার' কাঠগড়ায় অভিজাত ক্লাব কর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার একটি অভিজাত ক্লাব কর্তার বিরুদ্ধে অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ আনল ওই ক্লাবেরই এক মহিলা কর্মী।

অভিযোগে জানা গিয়েছে, ওই ক্লাবের কর্তা একাধিক বার তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করেন। নানা অছিলায় তাঁকে দিয়ে বিভিন্ন আপত্তিকর কাজও করাতে বাধ্য করতেন।

শেক্সপিয়ার থানায় দায়ের করা অভিযোগপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর শাশুড়ি দক্ষিণ কলকাতার উড স্ট্রিটের ওই অভিজাত ক্লাবের কর্মী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অভিযোগকারিণী সেই চাকরি পান। নিয়োগপত্র পেয়ে ২০২২ সাল থেকে তিনি ওই ক্লাবের একটি বিভাগের কাজ শুরু করেন। ২০২৩ সালে তিনি স্থায়ী কর্মী হন। তার পর থেকেই সমস্যা শুরু হয় বলে অভিযোগ তাঁর। একাধিক বার অভিযুক্ত তাঁর সঙ্গে অভব্য ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ মহিলার। ওই কর্তার বিরুদ্ধে মহিলা ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও অভিযোগ জানান। কিন্তু মহিলার দাবি, ক্লাব কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করেননি। তার পরই থানায় অভিযোগ জানান তিনি।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে 'অত্যাচার' চরমে ওঠে বলে অভিযোগ। তাঁকে ডেকে পাঠান ওই পদাধিকারী।

অভিযোগ, ক্লাবের এক নির্মীয়মাণ অংশে বসে তিনি মদ্যপান করছিলেন। মহিলা যাওয়ার পর অশালীনভাবে তাঁকে স্পর্শ করেন ওই ব্যক্তি। তিনি বিপদ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে একাধিকবার আপত্তিকরভাবে মহিলা কর্মীর গায়ে হাত দিয়েছেন বলে অভিযোগ। তবে এই বিষয়ে ক্লাবের তরফে কিছু জানা যায়নি।

সম্পাদকীয়

অঙ্ক দিয়ে মন মেলাতে চাইলে মিলবে কেন, মনের অঙ্ক যে একেবারে আলাদা

বিসমিল্লার সানাইয়ের ফুঁ, জাকির হোসেনের তবলার চাঁটি, আলি আকবর খাঁ সাহেবের হাতের জাদু, অথবা রবীন্দ্রনাথের সৃজনস্ফুরণ ইত্যাদিকে যে দিন গণিতের সাহায্যে অবিকল পুনর্নির্মাণ করা যাবে, সে দিনই হয়তো বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা আর একটু বাড়তে পারে সাধারণ মানুষের। তত দিন অবধি শুনতে হবে 'ঈশ্বরের জয়'; তা সে যে ঈশ্বরই হোক না কেন। গণিতের দ্বারা শিল্পীদের সৃষ্টির অবিকল পুনর্নির্মাণ করা গেলে সাধারণের বিজ্ঞানে আস্থা বাড়বে, এই অদ্ভুত বিশ্বাস কার? কোনও ব্যক্তির না সমাজের? শিরোনামের সঙ্গে উপসংহার মিলল কি? বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বর-বিশ্বাসী। ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তোলার শিক্ষা কত সুদূরপ্রসারী, সংখ্যা তার বড় প্রমাণ। যদিও সব মানুষই ঈশ্বরের কথা লোকমুখে শুনেছে, অথবা পুস্তকে পড়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বা উপলব্ধির দাবিদার নিতান্তই কম। এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এত বিশ্বাসী? কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষার এমন ব্যাপক ব্যবস্থা আছে কি, যেমন আছে ধর্মের, ঈশ্বর-বিশ্বাসের? বিজ্ঞানীদের মধ্যে রামানুজন যেমন আছেন, চন্দ্রশেখরও আছেন, নিউটন যেমন আছেন, স্টিফেন হকিংও আছেন। দু'দিকেই কীর্তিমান ব্যক্তিরা আছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস দিয়ে সমাজের বিজ্ঞান-বিশ্বাস কেমন, জানা সম্ভব নয়। মানবমনে ঈশ্বরবোধ সংক্রান্ত ধারণার ইতিহাস পদার্থবিদ, গণিতজ্ঞ, রসায়নবিদরা তাঁদের বিষয়গত জ্ঞানের দ্বারা যত প্রাঞ্জল করতে পারেন, তার থেকে বেশি পারেন সমাজবিদ্যা বিশারদ, নৃতত্ত্ববিদ, মনোবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদেরা। কারণ, মানবমনে ঈশ্বর অনুসন্ধানে এই সমস্ত বিষয়ের সংগৃহীত তথ্য নতুন জ্ঞানের সঞ্চার করেছে। ধর্মপুস্তকের বাইরেও মানবমনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের খবর আছে এই সমস্ত বিদ্যায়। আলতামিরা, ভীমবেটকার গুহায় মানুষ ছবি এঁকেছিল কিসের? সেগুলো শিল্প-কর্ম নয়? কোনও ঈশ্বর নয়, সেখানে পাওয়া গিয়েছে শিকারের ছবি, পশুর ছবি, মধু সংগ্রহের ছবি; জীবিকা আহরণের প্রমাণ, পাথরের গায়ে আঁকা। প্রাক্-ইতিহাসবিদরা সংগ্রহ করেছেন পাথরের হাতিয়ার। সেগুলি কি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নয়? এর ব্যাখ্যা কি গণিতজ্ঞ করবেন, না কি নৃতত্ত্ববিদ? অঙ্ক দিয়ে মন মেলাতে চাইলে মিলবে কেন, মনের অঙ্ক আলাদা।

আনন্দকথা

অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন? মহৎ লোক তয়ের করবেন বলে। ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় কি না করতে পারে? ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত তাঁর কৃপায় করতে পারে। আবার অন্যদিকে দেখ, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি-লীলা চলছে।

''দুষ্ট লোকেরও দরকার আছে। একটি তালুকের প্রজারা বড়ই দুর্দান্ত হয়েছিল। তখন গোলক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার নামে প্রজারা কাঁপতে লাগল — এত কঠোর শাসন। সবই দরকার। সীতা বললন, রাম! অযোধ্যায় সব অট্টালিকা হত তো বেশ হত, অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা, পুরানো। রাম বললেন, সীতা!

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

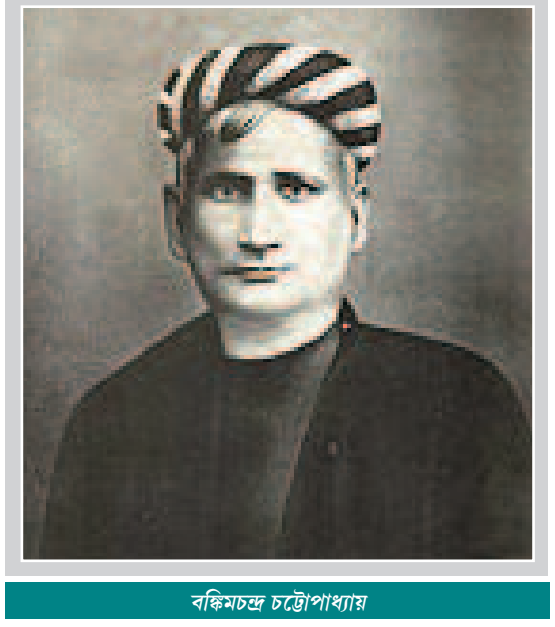

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ *বিশিষ্ট লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৮৭৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী গহর জানের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

মাত্রাধিক মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তই মরছে

মধ্যবিত্তের জীবন। জড়িয়ে মাত্রাধিক মূল্যবৃদ্ধি। হাঁসফাঁস অবস্থা। তাও বেঁচে থাকা, লড়াই জীবনের রোজনামচায়। আলোচনায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক বাবুল চট্টোপাধ্যায়

দাদা আর পারা যাচ্ছে না। কেনো? কেনো মানে আপনি কি বাজার ঘাট যান না নাকি! না মাঝে মধ্যে যাই। তা ঠিক কত দিন আগে গেছেন? ওই দু' মাস আগে একবার গিয়েছিলাম। ও ...! তা ওই পার্ট টা কে দেখে? ওই আমার স্ত্রী-ই দেখে।আমার আর সময় কোথায়। সেই আটটার সময় বের হই,আর বাড়ি ফিরতে ফিরতে কখন মানে ক'টা বাজবে জানা নেই। আর আপনার মতো তো আর মাস্টারি নয়। ভালোই বললেন দাদা। আমার তো আর ওভার টাইম,ইন্টারনশিপ হয় না। তাই কি করে বুজবো বলুন। যাই হোক, মধ্যা কথাটা বলুন না মশাই,বাজারে কি? আপনাকে বললে ঠিক বুঝবেন না। আরে বলুন না মশাই। আরে সব কিছুর দাম আকাশ ছুঁয়েছে। কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া যাচ্ছে না। নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সব্জি সঙ্গে মুদিখানার দ্রব্য সামগ্রী সবই আগুন। পাশ থেকে আরেকটি স্বল্প পরিচিত লোক বলে বসল খাওয়া কমিয়ে দিন। আরে ওটা কে মশাই! লোকটি হেসে বললো ওটা বুদ্ধিজীবী। আচ্ছা, কি বলে বলুনতো! খাওয়া কমিয়ে দেওয়া কি কোনো সলিউশন? আরে ছাড়ুন তো ওর কথা। যাক অনেক দিন পরে দেখা হলো। ভালো আছেন তো? আর কি বলবো আছি কোনো রকম! দু'টো ছেলে এখনও সেটেল নয়, চিন্তা হয়! আরে অত ভাববেন না সব ঠিক হয়ে যাবে।

উপরের কথোকথনটি হলো মধ্যবিতের চালচিত্র। এখন এটাই সাবজেক্ট। কারণ অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলা ঠিক হবে না। অন্য কোনো বিষয় এখন ঠিক মাথায় ও আসছে না। শিরোনামে বললাম মধ্যবিত্তের কথা। বড়ো সমস্যা এই মধ্যবিত্ত নিয়েই। কারণ এককথায় তারা ঝুঁকতে পারে না। কাকে মধ্যবিত্ত বলে সেই কনসেপ্ট এ যাচ্ছি না। কারণ টা হলো বিষয়টাই বড়ো গোলমেলে। গোটা শহরে এই সংখ্যয়-ই প্রায় আশি শতাংশ। অর্থাৎ একটা রাজ্য, দেশ সব কিছুই চলে এদের নিয়ে। এখন যদি একজন মানুষ সুস্থ ভাবে না বাঁচাতে পারেন তবে কিভাবে বাকি কিছু চলবে। আর সেই সৌজন্য হয় যদি দ্রব্যমূল্য, তবে?

সেঞ্চুরি ছাড়িয়েছে প্রায় সবজিতে। এত বড়ো একটা লোকসভা হয়ে গেলো। একটা কাউকে আওয়াজ তুলতে দেখেছেন? এরা নাকি মানুষের কথা ভাবে। ভোটার আগে বড়ো বড়ো বুকনি তো অনেক শুনেছেন। কই কোথায় গেলো এখন সব বুদ্ধিজীবীর দল। তাদের কি এর পরেও কোনো সাবজেক্ট এর অভাব হলো নাকি? কোথায় গেলো বিরোধী পক্ষ? এটাই তো প্রকৃত সময় ঝাঁপিয়ে পড়ার। কোন কারো মুখে কোনো কথা নেই? সবাই যেনো নীরব, বধির হয়ে গেলো? সাধারণ মানুষ তো ভোট দিয়েছেন। অনেক কষ্ট থাকা সত্ত্বেও ভোট দিয়েছেন কিছু পাওয়ার জন্যে। ভুল বললাম। সামান্য ন্যূনতম সুবিধা কি তারা পেতে পারে না? ভোটার আগে তো অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কই ক'টা ফলপ্রসু হলো? আমরা যাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলাম, জনপ্রতিনিধি করলাম তারা জনগণের নিয়ে ভাবছে কই? আর এখানেই মরছে মধ্যবিত্ত। আবার তারা বড়ো প্রেস্টিজিয়াস। তাদের সব থেকে বড় হলো প্রেস্টিজ। কারো থেকে কোনো কিছু চাইতে তারা পারবে না। তারা কষ্টে মরে যাবে তবু তারা কারো কাছে মাথা নত করবে না। কারণ আত্মসম্মানবোধ তাদের সবার থেকে আগে। আর আমি মনে করি সেটা থাকাটাই সঠিক। কারণ এই দুনিয়াটা বড়ো ভয়ঙ্কর। আপনি আজ যার হেল্প নেবেন। সে কাল আপনার থেকে কোনো বড়ো হেল্প নেবে নয়তো ভবিষ্যৎ এ আপনাকে উপকারের কথা শোনাবে। আর হ্যাঁ, আত্মসম্মান আছে জেনেই শোনাবে। তখন কি আপনি পারবেন সব কিছু ঠিকমত সামলাতে? এখানেই সমস্যা। আমরা পারি না। কারণ আমাদের বেশিটার নামই যে মধ্যবিত্ত। তাই সব দিক থেকে সেই বাধা হলো মধ্যবিত্তের। কে সামলাবে তাদের!

সবকিছুকে সামলানো যায় কিন্তু পেটকে আপনি কিভাবে সামলাবেন? এক্ষেত্রে ধনীদের কোনো সমস্যা নেই। অন্তত খাবার জন্যে। কারণ এমন অনেক ধনী আছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম জানেন গুগল থেকে। বাজারে কস্মিনকালে যাননি। কারণ যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি। এমন অনেক রান্নার ঘর আছে যেখানে কস্মিনকলেও রান্না হয় নি। তিনবেলা হোম ডেলিভারি থেকে খাবার আসে। আবার এমন অনেক রান্নাঘর আছে যেখানে সখের রান্না হয়। আবার যেদিন হয় সেদিন একেবারে হুড়োহুড়ি কান্ড। জানা গেলো সেদিন তার তিনটি এক্সট্রা মানুষ লাগবে। রান্না সে নিজেই করবে। তবে? কারণ সে এত মোটা যে নিচে বসতে পারবে না। তাই নিচে বসে সবজি কাটতে একজন লাগবে। সবজি কেটে তা ধুতে আরেকজন লাগবে। এবং রেসিপি বোঝাতে আরো একজন। সুতরাং তারা কি বুঝবেন দ্রব্যমূল্যের কথা। আবার চলে আসুন অন্যদিকে নিম্নবিত্তের কথায়। তাদের কোনোওমতে সংসারটা চলে গেলেই হলো। কালকের কথা তারা চিন্তা করে না। এমন অনেক মানুষ আছেন এক্ষেত্রে যে যেদিন মাহিনা পান সে দিন সে নিজেকে বিরাট বাদশা মনে করেন। সপ্তাহ ঘুরতেই একেবারে বেহাল দশা। এবার চাওয়া শুরু। আর না দিতে পারলেই আপনি হয়ে যাবেন বিরাট বাজে লোক। আবার আপনি ধার দিলে তা পাওয়ার আশা করতে যাওয়া হবে একেবারে বৃথা। সুতরাং তাদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। তাই উচ্চ ও অতি নিম্নবিত্ত নিয়ে কোনো চাপ নেই। যত চাপ সেই মধ্যবিত্ত নিয়েই।

আসলে সমস্যা সব শ্রেণী নিয়েই। তবে সমস্যা বেশি দেখা যায় মধ্যবিত্তকে নিয়ে। এতে সমস্যা রাজ্য, দেশের। কারণ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষই হলো একটি জাতির মেরুদন্ড। এরাই আমাদের আসল চালক। তাই এই শ্রেণীর উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সকলের প্রয়োজন। আর তার মধ্যে মধ্যবিত্ত সংখ্যা যদি বেশি থাকে তবে তার হাল কে ফেরাবে? আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হলে কি উপায় থাকতে পারে! আমরা মানবিকতা তো কবেই জলাঞ্জলি দিয়েছি। এখন আমাদের বেঁচে থাকাটাই কঠিন চ্যালেঞ্জ। একটা আয়ে আর চলছে না। হ্যাঁ, মধ্যবিত্তের তো মোটেই চলছে না। ফলে কাজের খোঁজে যেতেই হচ্ছে বাইরে। এমন অনেক মধ্যবিত্তকে আপনি চেনেন, আমিও চিনি, যারা কিনা বিয়ের আগে মেয়ের বাইরে কাজ করাকে খুব ছোট নজরে দেখতো, আবার বিয়ের পরে সেই মা বাবাই বলেন এখন ও চাকরি করে। বলে ঘরে বসে বসে আর কি করবে, তাই চাকরি...। ভাবুন! এখন প্রশ্ন হলো তবে কি আগে ঘরে বসে থাকতো না! নাকি সংসারে একা কাজ করলে সবটা সুস্থভাবে হয় না! কোনটা ঠিক — আপনারাই বুঝে নিন। তবে মানে যাই হোক না কেনো, সৎ ভাবে কিছু করলে তো কোনো সময়-ই কোনো অসুবিধা নেই। আপনি কিভাবে ভালো থাকবেন সেটা নির্ভর করছে আপনার শিক্ষা, রুচি, মূল্যবোধের উপর।

এবারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ স্বরূপ দায় করা হচ্ছে বৃষ্টি না হাওয়া। এখন প্রকৃতির উপর আমাদের কোনো হাত নেই। তবে দেশ তথা সরকার এটা তো করতে পারে যে ঠিক যতটা ট্যাক্স বা কর নেওয়ার কথা সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সেটা কম বা ছাড় দিতে। কিন্তু তাও তো হয় না! বরং এই ব্যাপারে তারা বেশ উদাসীন। মদের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে তো আমাদের কোনো সমস্যা নেই। তবে সমস্যা যেটা নিতান্ত প্রয়োজন সেটা নিয়ে। আমাদের সরকারকে আরেকটু বিবেকবান হওয়ার দরকার নেই কি? আমরা অনেক দিন থেকেই গ্যাসের দাম বৃদ্ধি মেনে নিতে পারছি না। পারছি না ঔষধের দামকেও। আমাদের মধ্যবিত্তের খুব কষ্ট হচ্ছে পরিবহন মানে প্রেট্রল ডিজেল নিয়ে। কারণ এর উপরেই অনেক কিছু নির্ভর করে। আর এর পর যদি প্রাকৃতিক সমস্যা লেগে থাকে তবে আমরা কোথায় যাবো? একে তো রাজ্যে, দেশে কাজ নেই তার পর যদি দিনকে সব কিছু মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকে, তবে তো একটা বড়ো অংশ শেষ হয়ে যাবে। অনেক দপ্তর আছে সরকারের এটা নিয়ে ভাববার জন্যে। জানি না একটা সম্পাদকীয় বা একাধিক সম্পাদকীয় বা লেখালিখি দিয়ে কাজ হবে কিনা। তবে এটা বিশ্বাস করি সব কিছুর সমাধান করতে পারে সরকার ও তার প্রশাসন। এখন দেখার বিষয় সমাধানে সদিচ্ছা কতোটা! কি ঠিক বললাম তো?

'ছেলেধরা'র গুজব থেকে গণপিটুনি কঠোরভাবে দমন করা জরুরি

স্বপনকুমার মণ্ডল

ফের রাজ্যের নানা জায়গায় 'ছেলেধরা' তথা 'শিশু চুরি'র নামে ভয়ঙ্কর গণপিটুনির কথা উঠে আসছে। আপাতভাবে তা 'ছেলেধরা' বা 'শিশু চুরি'র বিষয় হলেও যেভাবে তা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে, তা শুধু আশঙ্কার কারণ মনে হয় না, তার ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবলে আতঙ্কে গা শিউরে ওঠে। অচেনা পরিসরে নিরীহ মানুষকে যেভাবে উন্মত্ত জনতার প্রাণঘাতী পীড়নের শিকার হতে হচ্ছে, তা শুধু নির্মম নৃশংস নয়, আদিম বর্বরতাও। আমাদের রাজ্যে সেই 'ছেলেধরা'র গুজবে গণপিঠুনির ঘটনা ক্রমশ যেন সংক্রামক হয়ে উঠছে। বেশ কিছুকাল আগে উত্তর-দক্ষিণে সর্বত্র তার বিস্তৃতি তা ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু উত্তরবঙ্গেই একটির রেশ না কাটতেই আরেকটির সংবাদ সাঙঘাতিক হয়ে উঠছিল। ওল্ড মালদা, গাজোল, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, ঘোকসাডাঙা প্রভৃতির পর আবার ফালাকাটায় গণপিটুনির কথা উঠে এসেছিল। সেখানে আক্রান্তকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশকেও আহত হতে হয়েছে। গ্রামবাসীদের ছোড়া পাথরের ঘায়ে ফালাকাটা থানার আইসিসহ চারজন পুলিশকর্মীর আহত হওয়ার ঘটনাই বলে দিয়েছিল সেই গণপিটুনি কী মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। অন্যদিকে হঠাৎ করে কীভাবে 'ছেলেধরা'র গুজবটি নানাভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা আপনাতেই ভাবিয়ে তোলে। এবার আবার বারাসতের তিনটি এলাকায় তার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। সেখানে শিশু চুরির অভিযোগে বেপরোয়া জনতার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশকেই আক্রান্ত হতে হয়েছে। আবার বারুইপুরে ছেলেধরার সন্দেহে গণপিটুনি করার মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে এলাকার কিছু লোক রুখে দাঁড়িয়ে এক মহিলাকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কথাও সংবাদে উঠে এসেছে। আবার বারাসত, অশোকনগরের পর ব্যারাকপুরে এক যুবককে ইদের মেলায় ছেলেধরার গুজবে বেপরোয়া ভাবে মারধর করা হয়। এই অঘটনের ধারার থামার কোনও লক্ষণ নেই, প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।

অন্যদিকে আমরাও ছোটবেলায় 'ছেলেধরা'র কথা শুনেছি, ভয়ও পেতাম। তার যুক্তিটাও ছিল অদ্ভুত। নতুন ব্রিজের জন্য ছেলেদের মুণ্ডু দিয়ে পূজা করতে হবে। অবশ্য সেখানে মেয়েদের কেন ছাড় দেওয়া হত, তাও ভাবিয়ে তুলেছিল। অবশ্য ছেলেদের মতো মেয়েরা বাইরে বেরোয় না বলেই হয়তো তার জন্য চেতাবনির প্রয়োজন পড়েনি। অগত্যা ভূতের ভয়ের মতো বশে রাখার ক্ষেত্রে তা যে বেশ কার্যকরি হয়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি। অথচ তখন ফাঁকা পেলেই লোভ দেখিয়ে 'ছেলেধরা'রা বস্তায় ভরে নিয়ে যাবে, এরূপ ভয়ার্ত ভাবনা আমাদের চেপে বসেছিল। অগত্যা ভয়ের মূলধনে 'ছেলেধরা'র বাজার বেশকিছুকাল সরগরম ছিল যা বর্তমানে ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। শিশুমনে 'ছেলেধরা'র ভয় ভূতের মতোই আমদানি হয় । সেখানে অভিভাবকের আদুরে শাসনের মধ্যেই তার পরিচয় সহজ হয়ে ওঠে। তাছাড়া শিশুমনের কৌতূহলের মধ্যেই থাকে অজানা ভয়, অচেনা আতঙ্ক । সেদিক থেকে 'ছেলাধরা'র আতঙ্ক শুধু একালের নয়, সেকালেও ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা'র (অগ্রহায়ণ ১২৯৯) মিনির কাবুলিওয়ালাকে ভয় পাওয়ার মধ্যেও সেই 'ছেলাধরা'র আতঙ্ক ছিল। বিচিত্র প্রকৃতির বেশভূষায় সজ্জিত কাবুলিওয়ালার প্রতি মিনির আকর্ষণ তৈরি হলেও অজানা-অচেনা মানুষের ভয় কাটিয়ে না ওঠাটাই ছিল তার পক্ষে দস্তুর। এজন্য 'কাবুলিওয়ালা'কে ডেকেও তার কাছে আসার সাহস তার ছিল না। গল্পকথক তথা মিনির বাবার কথা 'কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্ধবশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার মধ্যে সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।' মিনির সেই শৈশবসহচর ভয় সকলেই একসময় কাটিয়ে উঠলেও আধুনিক বিশ্বে সেই ভয়ের পরিসর আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। সেই ব্রিজের গল্পের পথেই কিডনি পাচার, শিশুশ্রমিক থেকে ভিখারি বানানো, দেহব্যবসায় নামানো প্রভৃতি নানারকমের ভয়ানক সংবাদ শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে সন্দেহের পারদ আপনাতেই চড়ে যায়। সন্দেহ তো সবসময় যুক্তির ধার ধারে না। ফলে সন্দেহে অন্ধত্ব নেমে আসে । তখন মেঘনাদীয় কৌশল আধিপত্য বিস্তার করে। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' গুজবের নির্মম পরিণতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেই অবসরে অবশ্য অসৎ উদ্দেশ্যও মাথাচাড়া দিতে পারে।

'ছেলাধরা'র গুজবে শত্রুকে জব্দ করার প্রয়াসও থাকতে পারে। উন্মত্ত জনতা সন্দেহের বশে শুধু রাগ মেটাতে চায়, কেউ কেউ আবার হাতের সুখ মেটাতেও সক্রিয় হয়। নীরবে বিপ্লবের মতো কাউকে 'ছেলেধরা' বলে চিনিয়ে দিতে পারলে উন্মত্ত জনতাই সেই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে। সেই সুযোগকে কাজে লাগানোর বিষয়টি আপনাতেই ভাবিয়ে তুলছে। লক্ষণীয়, 'ছেলেধরা'র গুজবের শিকার হয়েছেন যারা, তাদের মধ্যে কারও কাছে থেকে ছেলেধরার পরিচয় বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উল্টে সেসব ঘটনার মধ্যে নিছক সন্দেহের আধারে যেভাবে গুজবের কথা উঠে এসেছে, তাও যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এর নেপথ্যে কারও অভিসন্ধি যে নেই, তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। অন্যদিকে আগে 'ছেলেধরা'র ভয়ে ছেলেদের আতঙ্ক ছিল, এখন বেপাড়ায় 'ছেলেধরা' হয়ে ওঠার ভয়ে বড়দেরই শিটিয়ে থাকার উপক্রম তৈরি হয়েছে। এমনিতেই নানাকারণে গণপিটুনির সংক্রামক ব্যাধিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তার মধ্যে 'ছেলেধরা'র মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে একের পর এক ঘটনায় আর একটি প্রাণঘাতী হাতিয়ারের চলন সমাজমানসে অস্থিরতাকে আমদানি করে চলেছে। তাতে একসময় হয়তো দুষ্কৃতির মুখের ভাষায় 'ছেলেধরা'র মতো করে মারার কথা না উঠে আসে। এজন্য আমাদের দেশের সর্বস্তরে যেমন সচেতনতা বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন, তেমনই প্রশাসনিক স্তরে এরূপ দুর্ঘটনার মূল অনুসন্ধান করে সত্য উদঘাটন করা আবশ্যিক মনে হয়। সেইসঙ্গে কঠোর শাস্তির চেতাবনিও আবশ্যক। তাতে অন্তত 'ছেলেধরা'র নামে কেউ কাউকে শিকার করার অবকাশ তৈরি করলে সন্দেহের দৃষ্টি যুক্তির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে, বিশ্বাসের পথধরে মানুষের সহজ সম্পর্ক বজায় থাকবে। অবশ্য মানুষের প্রতি বিশ্বাসের অভাবের আধারেই 'ছেলেধরা'র নামে গণপ্রহারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাতে মিনিদের বাঁচানোর অজুহাতে যেভাবে কাবুলিওয়ালাদের প্রাণঘাতী নিগ্রহের আয়োজন চলছে, তার ভয়াবহ পরিণতিই বলে দেয় একই দেশের একই রাজ্যের মানুষ অঞ্চলভেদে কীভাবে ক্রমশ দূরের অনাত্মীয় হয়ে উঠছে, ভাবা যায়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বৃদ্ধার ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি দখল, তৃণমূলের পার্টি অফিস তৈরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃদ্ধার ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস তৈরির অভিযোগ। প্রায় ৭০ ঊর্ধ্ব এক অসুস্থ বৃদ্ধার ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস তৈরি করার অভিযোগ উঠল বর্ধমান দুই নম্বর ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা মিতা দাসের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেন পঞ্চায়েত সদস্য মিতা দাস। তাঁর দাবি, তিনি প্রতি মাসে ভাড়া দিয়ে চলেছেন। মঙ্গলবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় বর্ধমান দুই নম্বর ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হ্যাচারি রোড এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি বিডিও এবং স্থানীয় থানাকে অভিযোগ জানিয়েছেন বৃদ্ধা।

বর্তমানে স্যাঁতসেঁতে ঘরের মেঝের এক কোণে পড়ে থাকেন অসুস্থ বৃদ্ধা। ঘরের এক কোনায় বোঝাই করা আছে বৃদ্ধার জিনিসপত্র। অসুস্থতার কারণে নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়েছেন। পরিচর্চা করার জন্য বৃদ্ধার পাশে আছেন বোন মমতা দেবী। মমতা দেবী বুদবুদের বাসিন্দা। দিদির অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে পরিচর্যা করতে আসেন হ্যাচারি রোড এলাকায়। বৃদ্ধার বোন মমতা দেবীর দাবি, ২০১৮ সালে ইন্দিরা আবাস যোজনার ঘরের এক অংশে ভাড়া নেন তৃণমূল নেত্রী মিতা দাস। প্রথমদিকে ঠিকঠাক করে ভাড়া দিলেও পরবর্তীতে বন্ধ করে রাখেন।

তিনি দাবি করেন, প্রথম প্রথম এক হাজার টাকা করে ঘর ভাড়া দিতেন। তারপরে এক হাজার টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা করে দিতেন। দু'-তিন বছর ধরে তা পুরোপুরি বন্ধ করে রেখেছেন মিতা দেবী। ঘর ছাড়ার বিষয়ে মিতা দেবীকে বারংবার জানানো হলেও কোনও কর্ণপাত করেননি তিনি। এই ঘটনার বিষয়ে বৈকুণ্ঠপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বর্ধমান দুই নম্বর ব্লক বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় থানাকে জানানো হয়েছে বলে জানান মমতা দেবী।

যদিও এই ঘটনার বিষয়ে মিতা দাস বলেন, 'আমি নিয়মিত এক হাজার টাকা করে ভাড়া দিয়ে চলেছি। ঘরছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। স্থানীয় কিছু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই ওই বিদ্ধাকে উলটোপালটা বোঝচ্ছে। ইন্দিরা আবাস যোজনার যে টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এসেছিল সেই টাকা তুলে নিয়েছেন তৃণমূলের একাংশ।' তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'এই ঘটনা যদি সত্যি হয় তা হলে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কারও বাড়ি দখল করে কোনও পার্টি অফিস হবে না। এটা দল মেনে নেবে না।'

ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা বলেন, 'এটা তৃণমূলের ট্র্যাডিশন, জায়গা জমি দখল করা। এটা বরাবরই হয়ে আসছে, এটা নতুন কিছু না।' এই বিষয়ে বর্ধমান বৈকুণ্ঠপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুনশ্রী মণ্ডল বলেন, 'আমাদের কাছে একটা লিখিত অভিযোগ এসেছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে আমি যেটা বুঝেছি ওটা একটা ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি, দীর্ঘদিন ধরে ওখানে একটা পার্টি অফিস দখল করে বসেছে, যার বাড়ি পুষ্প চক্রবর্তী তারা এখন স্থায়ী ভাবে বসবাস করবে বলে আমার কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। আর এই অভিযোগের কপি আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি। তারা প্রশাসনিক ভাবে যেটা করবেন ওটাই হবে।'

'হাউজ ফর অল' প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ, প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

হাবড়া ও মধ্যমগ্রাম পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: 'হাউজ ফর অল' প্রকল্পে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রশংসিত হল ২৪ পরগনার হাবড়া এবং মধ্যমগ্রাম পুরসভা। স্বচ্ছতার সঙ্গে ভালো কাজ এবং লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্যই মিলেছে এই প্রসংশা। ২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাবড়া পুরসভায় ১১১৭৮ সরকারি বাড়ির জন্য আবেদন জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ৯৮১০টি বাড়ি তৈরি হয়েছে সরকারি অর্থে।

হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা জানান, নতুন বোর্ড তৈরি হয়েছিল ২০২২ সালে। সেখান থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ২০৬২টি আবেদন জমা পড়েছিল 'হাউজ ফর অল' এর জন্য। তার মধ্যে ১৩৭০টি বাড়ি অনুমোদন পায় এবং সেগুলি তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, 'আবেদন জমা পড়ার পর আমরা সুডার অনুমতি নিয়ে পুরকর্মচারীদের দিয়ে তদন্ত করি। তদন্তে দেখা যায় ৬৯২টি আবেদনের ক্ষেত্রে কারও কারও কাগজপত্র ঠিক ছিল না। কেউ কেউ আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল। সেক্ষেত্রে আমরা প্রকল্পের গাইড লাইন মেনে ওই ৬৯২টি বাড়ির আবেদন বাতিল করে সুডাকে রিপোর্ট করি। পাশাপাশি প্রত্যেক বেনিফিসারিকে জানাই আপনারা নিজেদের বাড়ি নিজেরা করবেন। কোনও ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত বা কোনও অনৈতিক চাপের কাছে মাথানত করবেন না। কোনও সমস্যা হলে পুরসভাকে জানাবেন। স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার জন্যই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পুরসভার প্রসংশা করেছেন। আমরা সকলে মিলে এই প্রশংসার ধারাকে আগামী দিনেও বজায় রাখার চেষ্টা করব।'

মধ্যমগ্রাম পুরসভা পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ বলেন, '২০১৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ৬৫৩৪ জন সরকারি বাড়ি পাওয়ার জন্য পদ্ধতি মেনে আবেদন করেছিলেন। প্রতিটি আবেদন আমরা যাচাই করে সবগুলিকেই অনুমোদন দিয়েছি। তার মধ্যে ৪১৫২ টি বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাকিগুলির কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই সেগুলির কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমাদের পুরসভা প্রশংসিত হওয়াতে আমরা সকলেই আপ্লুত। আগামী দিনে এই কাজের ধারাকে নিয়ম মাফিক বজায় রেখে পুরবাসীকে আরও উন্নততর পরিষেবা দেব।'

ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘরছাড়াদের ফেরাতে পুলিশের সঙ্গে কথা বিজেপি নেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে মিনাখাঁর বামনপুকুর এলাকার বেশ কিছু বিজেপি কর্মীরা ঘরছাড়া রয়েছেন এবং বেশ কিছু বিজেপি কর্মীকে নানান রকম ভাবে ভয় দেখিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই সমস্ত বিজেপি কর্মীদের পাশে থাকার জন্য ও ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ফেরানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মিনাখাঁ থানায় আসলেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেয়াল। তিনি মিনাখাঁ থানার পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। কী ভাবে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় ও কী ভাবে এলাকার বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ফেরানো যায় এবং কী ভাবে বিজেপি কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায় সেই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলছেন। পালটা অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির সমালোচনায় সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

জানালার গ্রিল কেটে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: জানালার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢুকল একদল চোর। নিয়ে গেল সব লুটপাট করে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী শিমুলতলা এলাকায়। জানা গিয়েছে, জিটি রোডের ওপরের একটি আবাসনে দোতলায় থাকেন রানু মুখোপাধ্যায়। তিনি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঘরে এসি চালিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই সময় আর একটি ঘরের জানালার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢোকে চোর। রানুদেবী ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে ওই ঘরের দরজা খুলতে গেলে তা আটকে যায়। দেখেন ভিতর থেকে বন্ধ। এরপর কাঠের মিস্ত্রি ডেকে দরজা ভাঙেন তিনি। ভিতরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। দেখেন আলমারির লকার ভাঙা, সবকিছু ছড়ানো ছিটানো। প্রায় লক্ষাধিক টাকার চুরি হয়েছে বলে দাবি। এই ঘটনায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন বাসিন্দারা। আবাসনের বাসিন্দা অরূপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাসিন্দারা যদি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে না পারেন, আতঙ্কের মধ্যে থাকে সেটা লজ্জার। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ যেন যথাযথ ব্যবস্থা নেয়।' উল্লেখ্য, দু'দিন আগে উত্তরপাড়া জে কে স্ট্রিটে একাধিক দোকানের সামনের সিসি ক্যামেরা চুরির ঘটনা ঘটে। অসৎ উদ্দেশ্যে রাস্তার সিসি ক্যামেরা চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ তার তদন্তও শুরু করেছে।

সিপিআইয়ের ৫০০ জন তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: লোকসভার নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভরাডুবির পর সিপিআইয়ের শ্রমিক ইউনিয়ন এআইটিইউসির নেতা যোগ দিলেন তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নে। মঙ্গলবার বিকেলে মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে আয়ুব আলি সহ ৫০০ জন সিপিআই শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য যোগ দেন তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নে। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন এআইটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আয়ুব আলি জানান, শ্রমিকদের অধিকার সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্দোলন করতেই তিনি তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিলেন।

বার্নিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি নং ৯১ তাং- ১৭.০৮.১৯২৮
ঠিকানাঃ গ্রাম সুরেন্দ্রনাথপুর, পোঃ- বার্নিয়া, জেলা- নদীয়া

নোটিশ

তারিখ ২৫/০৬/২৪

এতদ্বারা এই সমবায় সমিতির সমস্ত সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালকবর্গ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে যে কার্যকলাপ শুরু হয়েছিলো তাহা গত ইং ৩০/০৪/২০২৪ তারিখে নোটিশ দিয়ে স্থগিত রাখা হয়েছিলো। উক্ত কার্যকলাপ পুনরায় শুরু হলো। প্রকাশ থাকে যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে খড়সা ভোটার তালিকার উপর দাবি ও আপত্তি সমূহ গ্রহন করা হয়েছিলো গত ইং ২৫/০৪/২০২৪ ও ২৬/০৪/২০২৪ তারিখে। উক্ত দাবি ও আপত্তির উপর শুনানি গ্রহন করা হবে আগামী ইং ৩/০৭/২৪ ও ৫/০৭/২৪ তারিখে সমিতির অফিস গৃহে, সময় দুপুর ১২.০০ থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত।
এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের উক্ত শুনানিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ আগামী ইং ১৫/০৭/২০২৪ (অনিবার্য কারনবশত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তিত হতে পারে)।

Assistant Returning officer
Barnia Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd
&
Inspector of Co-operative Societies
Tehatta-II Dev. Block

Assistant Returning officer
Barnia Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd.
&
Co-operative Development Officer
Co-operation Directorate, Nadia Range. Krishnagar, Nadia

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার, জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬, ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর, আদালতে ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তালিকাভুক্ত অ্যাডভোকেট/কাউন্সেল(গণ) নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করছে। বার কাউন্সিল (রাজ্য/জেলা কাউন্সিল) নথিভুক্ত **৫ বছর** ধরে অ্যাডভোকেট পেশায় নিযুক্তগণকেই তালিকাভুক্ত করার উপযুক্ত বিবেচনা করা হবে। সিভিল কোর্ট, কনজিউমার ফোরাম, লেবার কোর্ট, ক্রিমিনাল কোর্ট, ডিআরটি, হাইকোর্ট ইত্যাদিতে অভিজ্ঞগণই অগ্রাধিকার পাবেন। ফর্ম এবং নথির তালিকা রিজিওনাল অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাবে। নির্ধারিত ফর্মে যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদন সমর্থিত নথি সহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় ০৩.০৭.২০২৪ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

রিজিওনাল হেড, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, দুর্গাপুর

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
NEW G.T. ROAD, UTTARPARA, HOOGHLY - 712258

The Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites offline applications from eligible candidates for Engagement of Unskilled Labour for special conservancy work, SWM services under West Bengal Labour Minimum Wages Act.
Category-wise breakup for Vacant posts

Sl No	Designation	Number of Head	Work Details	Period
1.	Unskilled Labour	55	Drain clearing	Until further notice
2.	Unskilled Labour	20	Drain clearing	Until further notice
3.	Unskilled Labour	10	Special conservancy work	Until further notice

For details contact at Municipality office on or before 29.06.2024.

Sd/- Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	সঞ্জী লুনিয়া (সঞ্জীব কুমার লুনিয়া নামেও পরিচিত)	০০১১৮৬০	২৩০৮	৪৩২৬৭৫১-৪৩২৮৫০০	১,৭৫০
২.	নির্মল কুমার জৈন	০০০২২৫০	৪৭১	৯৩৬৭৫১-৯৩৮৫০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২৫ জুন, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
আসানসোল প্রধান শাখা
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি.টি. রোড, আসানসোল
জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পঃবঃ)
পিন - ৭১৩ ৩০১
ই-মেইল: a659@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), আসানসোল প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৬.০৭.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), আসানসোল প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর **৬২,৪৬,০৯৩.০০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিরানব্বই টাকা মাত্র)। **০৯.০৫.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি ১০.০৫.২০২৪ থেকে আরও সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **শ্রী শম্ভু নাথ শ' (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত জগন্নাথ শ', নবঘাঁটি রোড রামবন্ধ, কালী মন্দিরের কাছে, বার্নপুর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩২৫ - এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)-র বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **শ্রী শম্ভু নাথ শ' (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত জগন্নাথ শ' নবঘাঁটি রোড রামবন্ধ, কালী মন্দিরের কাছে, বার্নপুর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান পিন - ৭১৩৩২৫ ২. **শ্রীমতী লক্ষ্মী শ' (জামিনদার),** স্বামী- শম্ভু নাথ শ', নবঘণ্টি রোড রামবন্ধ, কালী মন্দিরের কাছে, বার্নপুর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান পিন - ৭১৩৩২৫ **খ) আসানসোল প্রধান শাখা**	**সম্পত্তি নং ১ :** বর্ধমান জেলায়, পোস্ট- বার্নপুর, থানা - হীরাপুর, মহকুমা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৪৩ এর অধীনে, হোল্ডিং নং ২৮২/১১৪, জেএল নং ২১, মৌজা - নরসিংবান্ধ, সি.এস. প্লট নং ১৩১৬ (এক হাজার তিনশো ষোল) এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত জমি, সিএস খতিয়ান নং ২৯১ (দুইশত একানব্বই) এর অধীনে আরএস প্লট নং ৩৪০৫ (তিন হাজার চারশত পাঁচ) এর সাথে সম্পর্কিত আরএস খতিয়ান নং ২২৯৯ (দুই হাজার দুইশত নিরানব্বই) জমির পরিমাপ ৩৬০ (তিনশোষাট) বর্গফুট যা ০.৮২ শতক বা ৮ (আট) শতকের সমতুল্য সেইসঙ্গে তারউপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি তলা বিল্ডিং যার এলাকা ১৬০ (একশো ষাট) বর্গফুট। এবং খালি জায়গা ২০০ বর্গফুট সকল সুবিধার অধিকার, এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত ফিটিং, ফিক্সচার এবং বৈদ্যুতিক ফিটিংস সহ এতদ্বারা বিক্রি করা হয়। ২৩.১০.২০০৯ তারিখে **শম্ভু নাথ শ'-এর মালিকানাধীন** বিক্রয় দলিল নং আই- ৮৩৯৪। **সম্পত্তির সীমানা :** উত্তর- মোহনলাল আগরওয়ালের জমি, দক্ষিণ- আজকের ক্রেতা অজয় বিশ্বাস, পূর্ব- মানিক রায়ের বাড়ি, পশ্চিম- শম্ভু নাথ শ'-এর বাড়ি। **সম্পত্তি নং ২** **তফসিল 'ক' :** বর্ধমান জেলার মধ্যে, মহকুমা এবং সাব-রেজিস্ট্রি আসানসোল, থানা- হীরাপুর, মৌজা- নরসিংবান্ধের মধ্যে, খতিয়ান নং ২৯১ (দুইশো একানব্বই) প্লট নং ১৩১৬ (এক হাজার তিনশত ষোল) এর সাথে সম্পর্কিত পুরোনো বাড়িসহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মধ্যে রয়েছে ৬টি কক্ষ, কোর্ট ইয়ার্ড, খোলা উঠানসহ অন্যান্য স্থাপনা ও সুবিধার অধিকার, জমির পরিমাপ ১৭০০ (এক হাজার সাতশত) বর্গফুট। প্রায় ২ (দুই) কাঠা ৫ (পাঁচ) ছটাক এবং ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট, মোট জমির পরিমাপ ৪ (চার) কাঠা (১৯৪৯ সালের ইজারা দলিল নং ১০৬৬ অনুযায়ী) আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ১১১ (পুরানো) নতুন ২৮২/১১৪-এর অংশ। মোট আচ্ছাদিত এলাকা ১০৮০ বর্গফুট (যার মধ্যে দাতার ১/২ শেয়ার অর্থাৎ ৫৪০ বর্গ ফুট এতদ্বারা স্থানান্তরিত হয়েছে), খালি এলাকা ৬২০ বর্গ ফুট। এতদ্বারা হস্তান্তরিত মোট সম্পত্তি উপরের সম্পত্তির মাত্র ১/২। গিফট ডিড আই-১১০৬ তারিখ- ২৫.০২.১৯৯৯ তারিখে **শম্ভু নাথ শ' এর মালিকানাধীন।** **তফসিল 'খ' :** বর্ধমান জেলার মধ্যে, সাব-ডিভিশন এবং সাব-রেজিস্ট্রি আসানসোল, থানা- হীরাপুর, হীরাপুর মৌজার মধ্যে, খতিয়ান নং ২৫১ (দুইশত একান্ন) প্লট নং ৩৮৫৫ (তিন হাজার আটশত পঞ্চান্ন) এর সাথে সম্পর্কিত, ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট জমির পরিমাপের মধ্যে ৫ (পাঁচ) কাঠা (প্রয়াত রামধানি শ-এর ১৯৫১ সালের ইজারা দলিল নং ২৪১১ অনুসারে) বাঁশ এবং খড় দিয়ে তৈরি একটি কুঁড়েঘর (১০'x১০') সমন্বিত তাতে সমস্ত সুবিধার অধিকার রয়েছে। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ৭৭ (পুরানো) এর অংশ। আচ্ছাদিত এলাকা ১০০ বর্গফুট (এলাকা স্থানান্তরিত ৫০ বর্গ ফুট।) খালি এলাকা ১৭৯০ বর্গফুট (এলাকা স্থানান্তরিত ৮৯৫ বর্গ ফুট।) মোট সম্পত্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে উপরের তফসিলের ১/২ ভাগ। গিফট ডিড আই-১১০৬ তারিখ- ২৫.০২.১৯৯৯ **শম্ভু নাথ শ' এর মালিকানাধীন।**	**৬২,৪৬,০৯৩.০০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিরানব্বই টাকা মাত্র)। **০৯.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি ১০.০৫.২০২৪ থেকে আরও সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ৩৯,৩৭,০০০.০০ টাকা (*)** (ঊনত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৯৪,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৪০,০০০/- টাকা** (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **ঙ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০৮.০৭.২০২৪ থেকে ১২.০৭.২০২৪; সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৬.০৭.২০২৪; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৭.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **iba-piop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।**

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৪.০৬.২০২৪
স্থান : আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি টি রোড আসানসোল
জেলা - পশ্চিম বর্ধমান (পব)
পিন - ৭১৩ ৩০১

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম (সম্পত্তির মালিক)	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত (সম্পত্তির সকল অংশ)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা)
১.	ক) আসানসোল শাখা খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী সৈয়দ সালাহউদ্দিন সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রীমতি ফিরদৌস জাহান	জামিনদত্ত সম্পত্তির নির্ধারিত বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে : জেলা পশ্চিম বর্ধমান, থানা : হীরাপুর, মহকুমা এবং অ্যাডি. জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল, মৌজা : সানতা,জেএল নং ২০, সিএস খতিয়ান নং ২১, আরএস খতিয়ান নং ২৭, আইজেএ খতিয়ান নং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ৫০৪৩, ৫০৪৪, এবং ৫০৪৫ এবং সিএস প্লট নং ৩৭৩১, আরএস প্লট নং ৩১৪৭, এলআর প্লট নং ২৮২৭, শ্রেণি বাস্তু, পরিমাণ ১১ কাঠা ৮ ছটাক সমপরিমাণ ১৯.৭৫ ডেসিমেল জমি। উক্ত প্রেমিসেস মূল্যায়ন হোল্ডিং নং ৩৮২/৩৭৯ এবং অবস্থিত ওয়ার্ড নং ৪৭, আসানসোল পুরসভা অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক এবং পোলো গ্রাউন্ড, দক্ষিণে : শ্রীমতি চন্দ্রিকা পাঠকের ভবন, পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া চলার পথ এবং ডা. গুরদীপ কাউরের নার্সিংহোম, পশ্চিমে : এডিডিএ মার্কেট। প্রস্তাবিত বি-জি-৪ (বেসমেন্ট এবং একতলা এবং চার তলা ভবন) প্রস্তাবিত অবস্থিত উক্ত জমিস্থিত ভবনের অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী, বিভিন্ন বসবাসের ইউনিট/ফ্ল্যাট/পার্কিং স্পেস, বাণিজ্যিক দোকান ঘর ইত্যাদি সমন্বিত নাম "শ্রী জগন্নাথ প্লাজা"। **তপশিল 'বি' উক্ত উল্লেখ্য মতে** একই জেলায় অবস্থিত মৌজা, থানা ইত্যাদি, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০৩ চতুর্থ তলে, 'এ' তপশিল অ্যাপার্টমেন্ট অধীন পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৬৩ বর্গফুট কমবেশি এবং চার চাকা পার্কিং স্পেস পরিমাণ এরিয়া ১৩৫ বর্গফুট একতলায় এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা সমন্বিত।	ক) ১৮.০৪.২০২৪ খ) ২৪.০৬.২০২৪ গ) ১৮,৩৯,৭৩৬.০০ টাকা (আঠার লাখ উনচল্লিশ হাজার সাতশ ছত্রিশ টাকা) ২১.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) আসানসোল শাখা খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী খোকন সরেন শ্রী সুকুমার বাউড়ি (জামিনদাতা)	জামিনদত্ত সম্পত্তির নির্ধারিত বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জেলা : বর্ধমান, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), এডিএসআর -আসানসোল, আসানসোল পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫০ অধীন, মৌজা : নরসামুড়া, জেএল নং ৯, পরিমাণ ০৪ শতক, আরএস খতিয়ান নং ১০০, আরএস প্লট নং ৬১৫/১৯৫২ এবং তদস্থিত একতলা ভবন ঢাকা এরিয়া ১১০০ বর্গফুট নথিভুক্ত 'কানালি' হিসেবে। **চৌহদ্দি :** পূর্বে : ৮ ফুট গলি রাস্তা এবং রাম বাউড়ির ভবন, পশ্চিমে : আর বাউড়ির সম্পত্তি, উত্তরে : অশোক মাজির সম্পত্তি, দক্ষিণে : শীলাদেবী শাউ এর সম্পত্তি। দলিল নং ১-৬৮০৯।	ক) ২১.০২.২০২৪ খ) ২৪.০৬.২০২৪ গ) ১৬,৯৪,৪৩৬.০০ টাকা (ষোলো লাখ চুরানব্বই হাজার চারশ ছত্রিশ টাকা) ২১.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৪
স্থান : আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চাকদহ শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক** স্বত্ব/কার্যকরী/প্রতীকী দখলীকৃত এবং **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ১৮.০৭.২০২৪ তারিখে ৪০,৪২,৬১১.৯৯ টাকা [**(চল্লিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার ছশো এগার টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) **(বিবি + এমওআই = ২৭,৯৫,৯০৯.৯৯ টাকা + ১২,৪৬,৭০২.০০ টাকা)] ২৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চাকদহ শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স মা কালী মার্কেটিং,** (সিসি, টিএল এবং জিইসিএলএস এ/সি নং ৫০৩২৭৭৩৩২৯৭, ৫৮০০৩৯৫১৬২৩ এবং ৭১৩৫৭১০০৮৬) **স্বত্বাধিকারী : বলাই সাহা,** ২য় তল, কালী দত্ত মার্কেট, চাকদহ রেলওয়ে স্টেশনের পিছনে, পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)-এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মা কালী মার্কেটিং, স্বত্বা : বলাই সাহা,** ২য়তল, কালি দত্ত মার্কেট, চাকদহ লেরওয়ে স্টেশনের পিছনে, পো এবং থানা : চাকদহ,জেলা: নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ। **ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : স্বত্বা : তারাপদ সাহা,** গ্রাম : আনন্দগঞ্জ, পো : চাকদহ, নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতা : শ্রীমতি রীতা সাহা,** স্বামী বলাই সাহা, গ্রাম : আনন্দগঞ্জ, পো : চাকদহ, নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ। খ) চাকদহ শাখা	জেলা : নদিয়া, থানা : চাকদহ, মৌজা : লালপুর, জেএল নং ২০ জমির পরিমাণ এরিয়া ৫৫ বর্গফুট (দোকান ঘর) বা কমবেশি একতলায় বহুতল ভবনে ০৫.৫ শতক জমি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ছাদ পর্যন্ত প্লট নং আরএস ১২০/১১৯০, ১.৮-৯৬৯, খতিয়ান নং সিএস -১৬, এলআর -৯৮৩, চাকদহ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৫ অধীন, হোল্ডিং নং ৯১৯, নথিভুক্ত শ্রেণি -বাড়ি, (বর্তমানে দোকান হিসেবে ব্যবহৃত এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া প্রদত্ত) দলিল নং ১/৮১৫ তারিখ ১৩.০২.২০১২ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও-চাকদহ, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, **সম্পত্তি বলাই সাহার নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : জয়দেব বসাকের দোকান ঘর, দক্ষিণে : মার্কেট চলার পথ, পূর্বে : নীতিশ চন্দ্র পালের দোকান ঘর, পশ্চিমে : অন্যান্যর দোকান।	৪০,৪২,৬১১.৯৯ টাকা [(চল্লিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার ছশো এগার টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) (বিবি + এমওআই = ২৭,৯৫,৯০৯.৯৯ টাকা + ১২,৪৬,৭০২.০০ টাকা)] ২৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৫,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ৫৫,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ ঘ) IDIB30174221155 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

কিউআর কোড - সম্পত্তি আইডি - IDIB30174221155

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট | ই-নিলাম ওয়েবসাইট | সম্পত্তির ভিডিও | সম্পত্তির অবস্থান
ফটো ১ সম্পত্তি | ফটো ২ সম্পত্তি | ফটো ৩ সম্পত্তি | ফটো ৪ সম্পত্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৮.০৭.২০২৪; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/স্বত্বাধিকারী(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রাজ্যের নির্দেশের পরও মালদায় সরকারি জায়গায় হকার্স মার্কেট!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য সরকারের নির্দেশের পরেও মালদা শহরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সরকারি জায়গা দখল করেই চলছে হকার্স মার্কেট। আর এমন অভিযোগকে ঘিরেই ইংরেজবাজার পুরসভার ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন মহলে বিস্তর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও বিভিন্ন এলাকার সরকারি জায়গা দখল করে থাকা হকার্সদের একাংশ জানিয়েছেন, বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করলে তারা দ্রুততার সঙ্গে সরকারি জায়গাগুলি ছেড়ে দেবে। যদিও পুরসভা বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হকার্সদের এই প্রস্তাবের বিষয়টি এখনই কোনও রকম গুরুত্ব দিতে চাইছে না। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, সরকারি জায়গাগুলিতে যেসব হকার্স মার্কেট রয়েছে, সেই বিষয়টি নিয়ে খুব শীঘ্রই জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি সরকারি জায়গা দখল করে থাকার বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। জেলায় জেলায় সরকারি জায়গা জবরদখল হয়ে থাকার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট পুরসভা এবং প্রশাসনকে। কিন্তু তারপরেও মালদার শহরের বেশ কিছু সরকারি জায়গা দখল করে রীতিমতো মার্কেট গড়ে ওঠার অভিযোগ উঠেছে। মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র ফোয়ারা এলাকার এক পাশেই রয়েছে পুরনো হাসপাতাল নামে পরিচিত বিশাল একটি সরকারি জায়গা। তার একাংশেই নতুন পুলিশ সুপার অফিস গড়ে ওঠার কথা রয়েছে। আর সেখানেই দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি জায়গায় দখল করে চলছে হকার্স মার্কেট।

এছাড়াও মালদা শহরের শুভঙ্কর শিশু উদ্যান সংলগ্ন বাঁধরোডের অধিকাংশ সরকারি জায়গা দখল করে চলছে বিভিন্ন ধরনের অস্থায়ী দোকান। মালদা শহরের ব্যস্ততম এলাকা হিসেবে পরিচিত রবীন্দ্র অ্যাভেনিউ, রাজমহল রোড, রথবাড়ি, গৌড়রোড, স্টেশন রোড সহ একাধিক এলাকার সরকারি ফুটপাত দখল করেই কোথাও পাকা আবার কোথাও অস্থায়ী দোকান গড়ে উঠেছে। রীতিমতো রাস্তার একটা অংশে দখল করে চলছে প্রতিদিনের বেচাকেনার কর্মকাণ্ড। সব কিছু জেনে বুঝেও এতদিন ধরে ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ রয়েছে বলে অভিযোগ।

এদিকে ফোয়ারা মোড় সংলগ্ন এলাকার হকার্স মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির এক সদস্য রাজেশ সাউ বলেন, 'আমরা বিগত দিনে ফুটপাতে ছিলাম। তারপর আমাদেরকে এখানে বসানো হয়েছে। আমাদের দোকান তৈরির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়া হলে আমরা সরকারি জায়গা ছেড়ে দেব।' ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিজেপির অম্লান ভাদুরি বলেন, 'তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার একাংশের মদতেই এতদিন শহরের বিভিন্ন এলাকার সরকারি জায়গাগুলি দখল হয়েছে।'

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'ফুটপাত দখলমুক্ত নিয়ে আমরা অনেকদিন আগেই জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। এজন্য আমরা অনেক রাস্তা চওড়া করেছি। ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চললে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের কাছে আগে মানুষ। পাশাপাশি সরকারি জায়গায় যে হকার্স মার্কেট রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে যা যা করণীয় করব। ইতিমধ্যে মালদা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নো-পার্কিং জোনে গাড়ি রাখা বিরুদ্ধে অভিযান যেমন শুরু করা হয়েছে, তেমনই ফুটপাথ দখলমুক্ত করতেও অভিযান চালানো শুরু হয়েছে।'

জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে এমডিও প্রজেক্ট বন্ধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: জমির মালিকদের না জানিয়েই ইসিএল জমি নিয়ে উৎপাদন শুরু করেছে বলে অভিযোগ। তাই জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে এমডিও প্রজেক্ট বন্ধ করে বিক্ষোভ ভূমিহারাদের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ইসিএলের বাকোলা এরিয়ার শ্যামসুন্দরপুরে।

বর্তমানে খনি অঞ্চলের বেশ কিছু কয়লাখনির উৎপাদন বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে ইসিএল। ঠিক সেরকম পাণ্ডবেশ্বরের ইসিএলের বাকোলা এরিয়ার তিলাবনী কোলিয়ারির উৎপাদন এমডিওর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কিছুদিন আগেই। তখন থেকেই এলাকার প্রায় ৪০০ জন ভূমিহারারা বার বার আন্দোলন করেছেন কিন্তু কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। ভূমিহারা কমিটির সদস্য সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ইসিএলের বাকোলা এরিয়া কর্তৃপক্ষ জমির মালিকদের না জানিয়েই জমি নিয়ে কয়লা উত্তোলনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে। প্রায় ১২টি মৌজার জমি নিয়ে কাজ শুরু করেছে ইসিএল। ভূমিহারাদের দাবি, তাঁদের না জানিয়ে অন্যায় ভাবে জমি দখল করেছে ইসিএল তাই তাঁদের এই আন্দোলন।

ভূমিহারা কমিটির সদস্য রঞ্জিত ধীবর দাবি করেন, তাঁরা কোনও ভাবেই ইসিএলের ক্ষতি করতে চান না। তাঁরা শুধু চান তাঁদের জমির বিনিময়ে চাকরি ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিলেই তাঁদের আন্দোলন বন্ধ হবে। নইলে আগামী দিনে এই এমডিও প্রজেক্টের কাজ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। যদিও এই বিষয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু মঙ্গলবারের ভূমিহারাদের আন্দোলনের জেরে পুরোপুরি ভাবে প্রজেক্টের নানান কাজ এবং উৎপাদন বন্ধ হয়ে রইল। যার জেরে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতির মুখে বাকোলা এরিয়ার ইসিএল কর্তৃপক্ষ।

তৃণমূল শিক্ষা সেলের ডাকে নিট ও ইউজিসি নেট দুর্নীতির প্রতিবাদে বালুরঘাটে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তৃণমূল শিক্ষা সেলের ডাকে বালুরঘাট অভিযান ঘিরে উত্তাল জেলা সদর শহর। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের নিট ও ইউজিসি নেট দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শহরে সভা করতে দেখা যায় সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বদের। তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনগুলির তরফে এদিনের এই 'বালুরঘাট অভিযান' কে কেন্দ্র করে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী।

জানা গিয়েছে, এদিন প্রথমে বালুরঘাট হাইস্কুল ময়দানে জমায়েত করেন তৃণমূল শিক্ষা সেলের নেতা কর্মী ও সমর্থকরা। এরপর তাঁরা গোটা শহরজুড়ে পরিক্রমা করেন এবং বালুরঘাট মিউজিয়ামের সামনে রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সভা করেন। এদিনের সভা মঞ্চ থেকে নিট ও ইউজিসি নেট দুর্নীতির ঘটনায় ক্ষোভ উড়ে দেন তাঁরা। বালুরঘাট কোর্ট মোড় এলাকায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। পরবর্তীতে তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতাকর্মীরা ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশে তরফে বাধা দেওয়া হয়।

এদিনের 'বালুরঘাট অভিযান' প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কার্যকরী সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ বলেন, 'লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মেধা আজ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তাই প্রথমেই আমরা ফুল প্যান্ট ও হাফপ্যান্ট মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। ২৪ লক্ষ পড়ুয়া যে পরীক্ষা দিয়েছিল, কেন্দ্র সরকার তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর তাঁদের পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন।'

এবিষয়ে তৃণমূলের মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সভাপতি বিজন সরকার বলেন, 'বিজেপি সিবিআইকে ব্যবহার করছে দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীদের জেলে পাঠানোর জন্য। অথচ যখন বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উঠছে তখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির দ্বারা তদন্ত হোক অথবা সুপ্রিম কোর্টের কোনও এগজিস্টিং বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত হোক। এই নিট কেলেঙ্কারিতে হাজার হাজার কোটি টাকার মাধ্যমে শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন কেনাবেচা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে জেরা করতে হবে তিনি এই দুর্নীতির বিষয়ে কতটা জানেন। তৃণমূল কংগ্রেসের যারা দোষ করেছিল তারা হয় জেলে অথবা তাদের দলের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজ করে দেখাচ্ছেন, মোদি তা করে দেখাক, বিজেপি তা করে দেখ াক।'

অন্যদিকে, তৃণমূলের শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম বলেন, 'মোদি শপথ নেওয়ার পরেই নিটের দুর্নীতি এবং নেটের দুর্নীতি ঘটনা সামনে এসেছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সেলের নেতৃত্বে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বালুরঘাটেও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছি। আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পদত্যাগ দাবি করছি।' তৃণমূল শিক্ষক নেতা মণিশংকর মণ্ডল বলেন, 'আমরা চাই সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে একজন বিচারপতিকে সামনে রেখে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। যেখানে লোকসভার বিরোধী দলনেতা সহ একাধিক সাংসদরা থাকবেন। স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানরা থাকবেন এবং বিভিন্ন বিচারপতি ও এজেন্সির প্রধানরা থাকবেন। যার মাধ্যমে নিরপেক্ষ রিপোর্ট সামনে আসবে। দোষীরা ধরা পড়বে।'

পুরশুড়ায় ভোগ খেয়ে ডায়েরিয়া আক্রান্ত ৫০

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অনুষ্ঠান বাড়ির ভোগ খেয়ে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত প্রায় ৫০ জন, এমনটাই দাবি গ্রামবাসীর। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার পুড়শুড়া ব্লকের শ্যামপুর অঞ্চলের ন্যাওটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রায় ১০ জন। তারপর আক্রান্ত মানুষ একে একে ভর্তি হচ্ছে অথবা গ্রামেই তাদের চিকিৎসা চলছে।

জানা গেছে, পুরশুড়ার শ্যামপুর পঞ্চায়েতের ন্যাওটা গ্রামে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে খেয়ে ডায়রিয়া আক্রান্ত হয় প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ জন। স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয় বহু ডায়রিয়া আক্রান্ত মানুষ। তবে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে বলে জানা যায়। আক্রান্তদের অভিযোগ, স্থানীয় এক অনুষ্ঠান বাড়িতে খাওয়ার পর থেকেই এক এক করে সকলের বমি ও পায়খানা হতে শুরু করে। অসুস্থ হতে থাকে বহু মানুষ। স্থানীয় চিকিৎসককে ডেকে চিকিৎসা করানো হয়। তবে বেশ কিছুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাসপাতালে স্থানানতরিত করা হয়। শ্রীরামপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা। তবে ক্রমেই আক্রান্তরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসছে। প্রাথমিক ভাবে ফুড পয়জনিং থেকেই এই সমস্যা বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা মুক্তরাম পাল বলেন, 'আমার স্ত্রী ডায়েরিয়া আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গ্রামের একটি অনুষ্ঠান বাড়ি ছিল, সেখানে খেয়ে ডায়েরিয়া আক্রান্ত হন।' সবরী পাল নামে একজন গৃহবধূ বলেন, 'আমার ছেলে সুব্রত পালের

নয় বছর বয়স। ভোগ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।' বয়স্ক মহিলা রেখা ঘোরুই বলেন, 'গ্রামের ভিতর অনুষ্ঠান বাড়ি ছিল। সেখানে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফেরার পর থেকেই পেটে ব্যথা শুরু হয়। বমি ও পায়খানা শুরু হয়। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি।' তবে এই ঘটনা জানাজানি হতে স্বাস্থ্যকর্মীরা তড়িঘড়ি গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করেন।

পথচারীকে বাঁচাতে কফিনবন্দি হয়ে ফিরলেন নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সৈনিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষার সুরক্ষা বলয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ। কখনও দেশমাতৃকার রক্ষার জন্য কখনও বা দেশের মানুষের প্রাণ বাঁচাতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। তেমনই এক ঘটনা ঘটল রাজস্থানী সেনাবাহিনীতে কর্মরত নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে চৌগাছার অরুণ কুমার মল্লিকের সঙ্গে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনিং করতে মহারাষ্ট্রের দিকে যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর কর্মী ভর্তি গাড়ি। সামনে এক পথচারী ও লরি চলে আসলে ড্রাইভার গাড়ি এবং পথচারীকে বাঁচাবার জন্য সজরে ব্রেক কষেন। গাড়ির ডাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের গাড়িটি উলটে যায়। গাড়িতে থাকার সমস্ত সেনাবাহিনী আহত হন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। সবাই আহত হয়ে বাড়ি ফিরলেও, অরুণ কুমার মল্লিক মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কেন্দ্রীয় হাসপাতালে দীর্ঘদিন ভর্তি থাকার পর না ফেরার দেশে যাত্রা করলেন।

চৌগাছায় নিজের বাড়িতে কফিনবন্দির দেহ ফিরতেই পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। অরুণের দাদা তরুণ মল্লিক কেঁদে জানান, ভাই বলেছিল দুর্গাপুজোয় বাড়ি আসবে। পুজোতে ভাই না আসলেও, আজ কফিনবন্দি অবস্থায় ঘরের ছেলে ফিরে এল ঘরে। তাকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে অগণিত গ্রামের মানুষ ভিড় করেছিল এই সেনাকর্মীর বাড়িতে। পড়াশোনা খেলাধুলোতে যেমন তুখোর ছিলেন অরুণ, তেমনই দেশের দায়িত্ব নিজে কাঁধে তুলে নিয়ে এলাকার নাম করেছিল গৌরবান্বিত। একান্নবর্তী পরিবারে চিরকালের জন্য নিদ্রামগ্ন হল সকলের প্রিয় অরুণ। অরুণকে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পরিবারে নেমেছে শোকের ছায়া বাকরুদ্ধ স্ত্রী রিংকি মল্লিক।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার পারা বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের জোরাডি গ্রাম পঞ্চায়েতের বগড়া গ্রাম থেকে মঙ্গলবার সকালে ৫০টি পরিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে সাঁওতালডিহির ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে অবস্থিত বিধায়কের কার্যালয়ে এসে বিজেপিতে যোগদান করলেন বলে জানান বিজেপি বিধায়ক নদীয়ারচাঁদ বাউরি। এদিন সকালে বগড়া গ্রামের ৫০টি পরিবারের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক।

বিধায়ক জানান, এদিন যাঁরা বিজেপি যোগদান করলেন, তাঁরা সকলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আদর্শে চলার শপথ নিলেন। বিজেপিতে যোগদান করার জন্য সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান বিধায়ক। এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে বিজেপিতে ৫০টি পরিবার যোগদান করায় এলাকায় বিজেপির অনেকটাই শক্তি বৃদ্ধি পেল বলে জানান বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউরি। অন্যদিকে রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লক তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সঞ্জয় মাহাথা পালটা প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানান, বিধায়ক বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজের টিকিট পাওয়ার জন্যই আগে থেকেই এইসব প্রচার করে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে চাইছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে ছিল, আছে ও থাকবে। এসব করে কিছু লাভ হবে না। তাছাড়া যেসব পরিবারগুলি এদিন বিজেপিতে যোগদান করেছেন তাদের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্কই ছিল না।

তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: খড়গপুরে ফের চলল গুলি। মঙ্গলবার দুপুর ২৩০ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত মথুরাকাটি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বি সন্তোষ নামে এক তৃণমূল কর্মী। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে তৃণমূল কর্মী বি সন্তোষ দলের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই সময় একটি বাইকে তিনজন দুষ্কৃতী এসে বি সন্তোষকে লক্ষ্য করে পরপর চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই তৃণমূল কর্মী। অন্যান্য তৃণমূল কর্মীরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বাইকে আসা দুষ্কৃতী তিনজন কে কে ছিল এবং কী কারণে ওই তৃণমূল কর্মীকে গুলি করা হয়েছে, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, পুরনো শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। রেল শহরে বারবার গুলি চালানোর ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে খড়গপুরবাসীর মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মহানগরী মাতালেন বাংলাদেশি শিল্পী অদিতি মহসিন

রূপম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামপুর ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট আয়োজিত বাংলাদেশি শিল্পী অদিতি মহসিনের একক অনুষ্ঠান 'চিরসখা' অনুষ্ঠিত হল কলকাতার জিডি বিড়লা সভাঘরে। ২৩ জুন সন্ধ্যায় রবীন্দ্র গানের পাশাপাশি রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়- এই তিন কবির গান গেয়ে প্রেক্ষাগৃহ মাতিয়ে দিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা এই শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান দিয়ে যাত্রা শুরু করে অদিতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কখন যে এক মন্ত্রমুগ্ধতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভরতা পরিপূর্ণ করল তা কেউই বুঝে উঠতে পারলেন না। ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি চেয়েছিলেন অদিতির গানের অনুষ্ঠান করতে। জীবদ্দশায় তা সম্ভব না। তাই তাঁর অনুরাগী, পরিবার, প্রিয়জনরা এক অনন্য সন্ধ্যা উপহার দিলেন তাঁকে। অদিতি প্রার্থনার গান দিয়ে রবীন্দ্র অঞ্জলি শুরু করলেন। একের পর এক অনুরোধ এল, তিনি হাসিমুখে সব আবদার মেটালেন। তারপর ছিল তিন কবির গান, সেখানেও নিজের অনুভূতিকে সঙ্গীতের সুধারসে সিঞ্চিত করলেন নিবিড় অনুরাগে। সময় কখন গড়িয়ে গেল বোঝা গেল না কিছুতেই। আষাঢ়ের সন্ধ্যায় মনে থেকে গেল এক অনন্য স্মৃতি।

হাজিরার ডেট এড়ানোয় এবার সৌমিত্রর সময় বাঁধল আদালত

৯ জুলাই অনুপস্থিতিতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একের পর এক হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ায় এবার বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিল আদালত। আদালত নির্দেশ দিয়েছে আগামী ৯ জুলাই আদালতে হাজিরা না দিলে সেক্ষেত্রে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে হবে সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর ১৩ এপ্রিল সোনামুখী থানার মানিকবাজার এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের একটি বিক্ষোভে যোগ দেন সৌমিত্র খাঁ। সেই বিক্ষোভে উপস্থিত থেকে সৌমিত্র খাঁ সোনামুখী থানার তৎকালীন আইসি সৌরদীপ্ত ভট্টাচার্যর বাবা-মা তুলে গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। ওইদিনই পুলিশ সোনামুখী থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয় সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলায় আদালত বারেবারে অভিযুক্ত সৌমিত্র খাঁকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিলেও, সৌমিত্র খাঁ হাজিরা না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আদালত ৯ জুলাইয়ের সময়সীমা বেঁধে দিল সৌমিত্র খাঁকে।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে আলুচাষিদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অকাল বর্ষণের ফলে আলু চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এই ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিভিন্ন স্তরে বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি এবং কৃষক ঐক্যমঞ্চের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর, বর্ধমান-১ ও ২, মেমারি- ১ ও ২, গলসি সহ বিভিন্ন ব্লক থেকে কৃষকরা একত্রিত হয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেটের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। এরপর তারা ১০ দফা দাবি নিয়ে জেলাশাসককে ডেপুটেশন এবং ৮ দফা দাবি নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরকে ডেপুটেশন দেয়।

এদিন বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কৃষকরা জানান, রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকার চাষিদের দেখুক না হলে চাষিরা আরও ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়বে। এমনকি তাদের আত্মহত্যা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির জেলা সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুন্ডু জানান, যে ভাবে বিমা কোম্পানি ক্ষতির পরিমাণ ঠিক করেছে তা ঠিক নয়। দেখা যাচ্ছে যে সকল এলাকায় আলু চাষ হয়নি এবং বেশি ক্ষতি হয়নি সে সকল এলাকায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি দেখানো হচ্ছে। সঠিক পর্যবেক্ষণ করে অকাল বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের ১০০ শতাংশ বিমার টাকা দিতে হবে, কৃষিতে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার ও এলপিএসসি বাতিল, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সারে কালোবাজারি রুখতে হবে। অতি সত্বর তাদের এই দাবিগুলোর না মানা হলে তারা নবান্ন অভিযান এমনকি দিল্লির অভিযানেরও ডাক দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পানীয় জলের দাবিতে কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ করে বিক্ষোভে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: প্রচণ্ড গরমের কারণে জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। জামুড়িয়া এলাকার লোয়ার কেন্দা খাস কেন্দা ইসিএল আবাসন এলাকায় প্রায় ১০ থেকে ১২ দিন ধরে ইসিএল জল সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণে মঙ্গলবার সকাল থেকে এলাকার মহিলারা ৬ নম্বর লোয়ার কেন্দা কোলিয়ারির

উৎপাদন বন্ধ করে জলের দাবিতে ইসিএলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনরত মহিলারা দাবি করেন, গত ১০-১২ দিন ধরে তাদের আবাসনে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ইসিএল আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার পরেও এখনও জল সরবরাহ চালু করা হয়নি, তাই আজ তাঁরা লোয়ার কেন্দা, খাস কেন্দার কোলিয়ারিতে এসে উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। আন্দোলনরত মহিলারা আরও জানান, যতক্ষণ না জল সরবরাহ চালু করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের বিক্ষোভ চলবে। এ ব্যাপারে ইসিএল ম্যানেজমেন্টের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর, গুরুতর আহত অন্য এক বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে কাঁকসার খাটপুকুর এলাকায় জাতিয় সড়কের ওপর অসানসোলগামী রাস্তায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মহিলা ও এক ব্যক্তি বাইকে চেপে আসানসোলের দিকে যাওয়ার সময় পিছন থেকে আসানসোলগামী একটি ছোট গাড়ি ধাক্কা মারলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে। ছোট গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির এক সাইডে ধাক্কা মারে। পুলিশ দু'জনকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যজন মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কাঁকসা থানার পুলিশ বাইক, ছোট গাড়ি ও লরিটিকে আটক করে।

ইট নিয়ে গবেষণায় নজির-রঙিন ইট তৈরির প্রস্তুতি শুরু শ্যামপুরে

মনোজ চক্রবর্তী ● শ্যামপুর

যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে আর কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ি তৈরি করার পর কোনও প্লাস্টার করতে লাগবে না এবং বালিতে টাইলস বসানোর প্রয়োজন হবে না। একবার ইট দিয়ে গেঁথে তুলতে পারলেই কেল্লাফতে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলবে সেই বাড়ি। এমনকী রং করতেও লাগবে না। এমনই তাজ্জব ইট তৈরি হতে চলেছে হাওড়ার শ্যামপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, হাওড়ার শ্যামপুর এলাকার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে রয়েছে ইট শিল্পের উপর। কিন্তু ইট শিল্পে আজ মন্দা-এমনটাই অভিমত ইট শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মালিক থেকে শ্রমিক সব পক্ষের। কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে কয়লার দাম বৃদ্ধি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের একাধিক বিধি নিষেধের

বেড়াজাল এবং ছাই দিয়ে তৈরি ইটের বাজারিকরণ। আর এর ফলে মাটির তৈরি ইটের চাহিদা অনেকটাই কমেছে। আর এখান থেকেই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছেন ইটভাটা মালিকরা। ইটকে পরীক্ষামূলকভাবে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি করা ছাড়াও ইটের বিভিন্ন ধরনের সাইজ বাজারে আনছে শ্যামপুরের বেশ কয়েকজন ইটভাটার মালিক। আমাদের রাজ্যে সাধারণত ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৫ ইঞ্চি চওড়া এবং তিন ইঞ্চি উচ্চতার ইট বিক্রি হয়। কিন্তু নির্মাণের সময় কখনো কখনো ইট দিয়ে তৈরি নকশার সময় এই মাপের ইট কেটে নষ্ট করা হয়। আর সেই দিকটিতে নজর দিয়ে বাজারে এবার বিভিন্ন সাইজের ইট আসতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। শ্যামপুরের শিবগঞ্জ এলাকার এক ইট ভাটার কর্তা তন্ময় শী জানান, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বেঙ্গল ব্রিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কয়েক জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ভিন রাজ্যে গিয়ে পুরো প্রজেক্ট দেখে এসেছেন। আপাতত আমাদের ইট ভাটায় নির্দিষ্ট মাপের ইট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ট্রায়াল চলছে নয় ইঞ্চি বাই সাড়ে চার ইঞ্চি বাই ৩ ইঞ্চি ইট তৈরির। এই ইটগুলি বাজারে আনতে পারলে উপভোক্তা বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগবে। ইটের ব্যবহার ও যথাযথ হবে। তবে জানা গিয়েছে এবার থেকে শ্যামপুর এই উৎপাদিত হতে চলেছে রঙিন ইট। যা ব্যবহার একবার করলে দেওয়াল যেমন প্লাস্টার করতে লাগবে না তেমনি লাগবে না রং করতেও। বাঙালির প্রিয় বাসস্থান হয়ে উঠবে অল্প পয়সায় আরো রঙিন আশাবাদী শ্যামপুরের ইটভাটার মালিকরা।

কেজরির জামিন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন: জামিন পেলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। ফলে আপতত তিহাড়েই থাকতে হবে কেজরিওয়ালকে।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। ইডি কেজরির জামিন ৪৮ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিল। যা গ্রাহ্য হয়নি। বিচারক ন্যায় বিন্দু কেজরিকে জামিন দেন। শুক্রবার সকালে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। ইডির আবেদনে সাড়া দিয়ে কেজরিওয়ালের জামিন স্থগিত রাখে দিল্লি হাইকোর্ট। শুক্রবার জরুরি ভিত্তিতে ইডির মামলা শোনে হাইকোর্ট। তবে শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিল। মঙ্গলবার বিচারপতি সুধীরকুমার জৈন এবং বিচারপতি রবীন্দ্র দুদেজার অবকাশকালীন বেঞ্চ রায় ঘোষণার সময় বলে, 'ট্রায়াল কোর্টের এমন কোনও নির্দেশ দেওয়া উচিত হয়নি, যা হাইকোর্টের রায়ের বিপরীত।' একই সঙ্গে উচ্চ আদালত এ-ও জানায়, নিম্ন আদালত নির্দেশ দেওয়ার সময় নথি এবং যুক্তি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি। হাইকোর্ট আরও বলেছে, এক বার তাঁর গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে করা মামলা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছিল। ফলে এটা কখনই বলা যাবে না যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট সোমবার জানায়, বুধবারের মধ্যে ইডির মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট কোনও রায় দেয় কি না, তা দেখে নিতে চায় তারা। তার পরেই শুনানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এখন দেখার এই মামলায় কী রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

কেরলের নাম বদলে সর্বসম্মতিতে প্রস্তাব পাশ

তিরুঅনন্তপুরম, ২৫ জুন: কেরলের নাম বদলে যাচ্ছে। নতুন নাম হচ্ছে 'কেরলম'। সোমবার কেরল বিধানসভায় এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। প্রায় এক বছর আগেই কেরল বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে রাজ্যের নাম বদলের প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছিল। তার পরই কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধান বদল করে কেরলের নাম বদলের আর্জি জানানো হয়। এদিন ফের এই প্রস্তাব পাশ হল। এই প্রস্তাবে সামান্য সংশোধন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার যে সংশোধন করতে বলেছিল, সেই সংশোধনই করা হল। প্রসঙ্গত, মালায়লাম ভাষায় রাজ্যের নাম 'কেরলম'-ই। কিন্তু, অন্যান্য ভাষায় 'কেরল' বা 'কেরালা' বলে ডাকা হয় 'ঈশ্বরের আপন দেশ'কে। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী সব ভাষাতেই রাজ্যটিকে 'কেরলম' বলে ডাকতে হবে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানান, সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যের নাম বদলের জন্য সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সংবিধানের প্রথম তপসিলে কেরলের নাম বদলে 'কেরলম' করার দাবি জানাচ্ছে রাজ্য সরকার।

বিধানসভার সদস্যরাও রাজ্যের নাম বদলের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের বিধায়ক এন শামমুদ্দিন অবশ্য রাজ্যের নাম বদলের প্রস্তাবে সংশোধন করার দাবি জানান। ২০২৩ সালের ৯ অগস্ট কেরল বিধানসভায় রাজ্যের নাম বদলের প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

গাজায় লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইজরায়েলের, মৃত ১১

গাজা সিটি, ২৫ জুন: আগামী দিনে গাজায় হামলার তীব্রতা কমার কথা বলেছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। কিন্তু এই বক্তব্য রাখার পরের দিনই গাজায় মিসাইল হামলা চালাল ইজরায়েলি ফৌজ। ত্রাণশিবির লক্ষ্য করেই হামলা হয়েছে বলে খবর। জোড়া মিসাইল হামলায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে রাফায়। যদিও ত্রাণশিবিরে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইজরায়েল।

জানা গিয়েছে, সোমবার দুটি এলাকায় আছড়ে পড়ে ইজরায়েলের মিসাইল। শাতি এলাকা শরণার্থী শিবিরের কাছে একটি ত্রাণবণ্টন কেন্দ্রে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। সেখানে মৃত্যু হয় তিন জনের। ইজরায়েলি সেনার অপর মিসাইলটি আছড়ে পড়ে গাজার দক্ষিণে বানি সুহেলা এলাকায়। সেখানে আটজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। উল্লেখ্য, মৃতদের তালিকা রয়েছেন গাজায় ত্রাণ বিলি করতে যাওয়া ট্রাকের গার্ডরাও। যদিও মিসাইল হামলা নিয়ে ইজরায়েলের তরফে

হাসপাতালে ভর্তি, অনশন প্রত্যাহার অতিশীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন: অনশন প্রত্যাহার করে নিলেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির (আপ) নেত্রী অতিশী মারলেনা। অনশনের চার দিনের মাথায় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। রক্তে শর্করার মাত্রা কমতে শুরু করে। তাই তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। বর্তমানে দিল্লির লোকনায়ক জয়প্রকাশ (এলএনজেপি) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অতিশী। এমন অবস্থায়, অনশন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, এমনই জানালেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আপ নেতা সঞ্জয় সিং।

প্রবল গরমে জলসঙ্কটে ভুগছে দিল্লি। জল নিয়ে হাহাকারের ছবিও দেখা গিয়েছে রাজধানীর নানা জায়গায়। চাণক্যপুরীর সঞ্জয় ক্যাম্প এবং গীতা কলোনি এলাকায় জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে হরিয়ানার থেকে বাড়তি জল চেয়ে ২১ জুন থেকে অনশনে বসেছিলেন দিল্লির জলমন্ত্রী। কিন্তু চার দিনের মাথায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সোমবার সন্ধ্যায় অতিশীর শারীরিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করানোর সুপারিশ করেন। কিন্তু তাতে রাজি হননি অতিশী। তবে মঙ্গলবার ভোরে শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে অতিশীর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপের দাবি, সোমবার মধ্যরাতে অতিশীর রক্তে শর্করার পরিমাণ ৪৩ হয়ে যায়। ভোর ৩টে নাগাদ তা আরও কমে ৩৬ হয়। আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা চলছে তাঁর। তার পরই আপ সাংসদ সঞ্জয় জানান, অতিশীর অনশন তুলে নেওয়ার কথা। তবে তিনি এ-ও জানান, অনশন তুললে জলের দাবিতে আপ আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

প্রজ্জ্বলের বিরুদ্ধে চতুর্থ মামলা দায়ের: প্রাক্তন সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্নার বিরুদ্ধে দায়ের হল চতুর্থ মামলা। গত ৩১ মে বেঙ্গালুরুতে ফেরার পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। এখন বিচার বিভাগীয় হেপাজতে রয়েছেন তিনি। কর্নাটকের সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রজ্জ্বলের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা, অনুসরণ করে উত্যক্ত করা, ভয় দেখানোর অভিযোগে নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। আরও অভিযোগ, ভিডিও কল রেকর্ড করে তা অন্যদের সঙ্গে শেয়ারও করেছেন প্রাক্তন জেডিএস নেতা।

Tender Notice
NIT No.03/24-25 & NIT No. 04/24-25 dt.24/06/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Dev. Block (Total 4 nos) Total Amount Rs. 22,36,806.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. For NIT- 03/24-25 08/07/2024 upto 04-00 p.m. and NIT No- 04/24- 25 01/07/2024 upto 11 A.M, (Other details collect from the office and website: https://wbtenders.gov.in)
Sd/- E.O/BDO.
Chapra Pan. Samity & Chapra Dev. Block

e-Tender Notice
e-TENDER are invited by the Prodhan Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. e-NIT No: 11/15th C.F.C(TIED)/NADIA/BGGP/ 2024 -25. Memo No:187/BGGP. e-NIT No: 12/MPLADS/NADIA/BGGP/2024-25. Memo No: 188/BGGP. Dated: 24/06/2024. Last date of Bid submission: 09/07/2024 up to 2 PM. For more details please visit: https://wbtenders.gov.in)
Sd/- Prodhan
Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

TENDER
Tender is invited from empanelled **Architects & Engineers** within 14 days of advertisement for sanction of (G+4 storied) MIGC-II, building plan at plot no: IIB-1224, Premises No: 14-0594, Street No- 0594, Action Area: IIB, new town from N.K.D.A for Panchakot Co-Operative Housing Society Ltd. to our **Panchakothousingsociety @gmail.com**

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/ DEVELOPMENT GRANT/NIT/06/2024-2025, Memo No. : 716/BM/2024-2025 Dated : 24.06.2024
Name of the Work : In 10 nos. Construction & Repairing of CC Road work in Ward No. 2, 5, 12, 16, 20 & 21
(ii) N.I.T. No. - WBMAD/ULB/BM/PW/ DEVELOPMENT GRANT/NIT/07/2024-2025, Memo No. : 717/BM/2024-2025 Dated : 24.06.2024
Name of the Work : In 6 nos. Construction & Improvement of CC Road work in Ward No. 13, 14 & 16.
Last Date of Submission : 22.07.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : www.bolpurmunicipality.org
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(iii) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/ DEVELOPMENT GRANT/NIT/08/2024-2025, Memo No. : 718/BM/2024-2025 Dated : 24.06.2024
Name of the Work : In 8 nos. Construction of CC Road work in Ward No. 19, 20 & 21
(iv) N.I.T. No. - WBMAD/ULB/BM/PW/ DEVELOPMENT GRANT/NIT/09/2024-2025, Memo No. : 719/BM/2024-2025 Dated : 24.06.2024
Name of the Work : In 1 no. Construction of CC Road work in Ward No. 1.
Last Date of Submission : 22.07.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : www.bolpurmunicipality.org
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

ফর্ম আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
করণ ফার্নিশিং প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U26955WB2007PTC116468) রেজিস্টার্ড অফিস ২১, হেমন্ত বসু সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩২৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১ সম্পর্কিত
...আবেদনকারী/দরখাস্তকারী কোম্পানি
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"কেন্দ্রশাসিত আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, রুম নং - ৩২৫, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
২১, হেমন্ত বসু সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩২৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১
করণ ফার্নিশিং প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
কুণাল গোয়েল
তারিখ : ২৬.০৬.২০২৪ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন-০০২০২৭৪৩

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIT-64/2ND CALL/2023-24** for **"Construction of Single Unit Medicine Shop in the Premises of UPHC-I at Sasthitala more near Karimpur Bus-Stand in Ward No. 20 under Krishnanagar Municipality.**"The intending Bidders are requested to visit the website:**https://wbtenders.gov.in** for details.Tender Id : **2024_MAD_699963_1**.
Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888
e-Tender Notice
E-Tender No.: TN/001/AE/B-II/ 2024-25, Date: 26.06.2024
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: **https:// :wbtenders.gov.in** uploading (online) Start: **28.06.2024 at 06:00 PM**. Submission Closing (Online): **18.07.2024 at 06:00 PM.**
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

TENDER NOTICE
Sealed tenders are invited from bonafied contractors for the works invited in the tender notice **01/2024-25 dated- 24-06-2024.** Last date of online submission of tender is **09-07-2024 upto 18.00 hours.** For details please visit the website- **wbtenders.gov.in**-The total works noticed in that is number Six.
Sd/- Prodhan
Dharampur GP.

E- TENDER NOTICE
Tenders through E-Tendering process are invited by the Prodhan, Basantapur Gram Panchayet, Basantapur, Amta-1, Howrah from the bonafied, experienced and resourceful agencies/Registered co-operative societies /bidders having registration in E-Procurement portal for execution of 10 nos of work vide **E-NIT No.WB/HWH/AMTA /BGP/24-25/NIT/225 / (1-6)** and **240 dated 24-06-24** and **25-06-24** respectively. The last date of online bid submission is **01/07/24** and **05/07/24** respectively. All the Detail information regarding above said E-Tender will be available in website www.wbtenders.gov.in
sd/- Prodhan
Basantapur Gram Panchayet
Basantapur, Amta-1, Howrah

DHABLAT GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Chemaguri, P.S.- Sagar Coastal, Dist- South 24 Parganas
Memo No. 100/DGP **Date- 25/06/2024**
On behalf of Dhablat Grampanchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide NIT No 98 DGP 15TH FC TIED (7 nos) & 99/ DGP (2 NOS) under 15th fc UNTIED 1st installment of Dhablat Gram panchayat Dated 25/06/2024
Details are available in the website wb **tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender are invited vide **Reference No. 286/M-II/2024, Date 24.06.2024** for 04 (Four) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is **01.07.2024 up to 12.00 Noon.**

Tender ID List	
2024_ZPHD_698805_1	2024_ZPHD_698805_3
2024_ZPHD_698805_2	2024_ZPHD_698805_4

Intending bidders are requested to visit the website :- https://wbtenders.gov.in and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/কো-অর্ডিনেশন,** মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল.নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় আইআর-নিয়ন্ত্রক এবং আইআর-এর এনার্জি এফিসিয়েন্ট পলিসি-র বাস্তবায়নের জন্য আইওটি ডিভাইস এবং এটির অ্যাক্সেসরীজের ডিজাইন, সরবরাহ, স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৪,৭৪,৭৬,৫২০ টাকা, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নংঃ ইএলএম_১১৮_আইওটি_তাং_৩০-৪-২৪
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 212, 213 & 230 (2nd Call)/ 23-24
Dated. 25-06-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **26-06-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **09-07-2024 before 3.00 pm**
Date: 25.06.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028
"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website "wbtenders.gov.in." various tenders for work related to "Imp/Const/Repair/Renovation of Bituminous Roads/ Cement Concrete Roads/Drains under various wards of Dum Dum Municipality vide memo no 181 /DDM/GEN/2024-25 dtd 21.06.2024, published online on 25.06.2024, Last Date for Dropping Bids is 03.07.2024 and technical bid opening is 05.07.2024. Also published two more tenders, one for Comprehensive AMC for AC installed in Municipal Town Hall (179/DDM/GEN/2024-25, 21.06.24) and another for Letting out of Shop No 110, First Floor at Uttarapan Market under Dum Dum Municipality (180/DDM/GEN/2024-25, 25.06.2024). Last date for both 29.06.24 and Opening on 01.07.24
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

মুড়িগঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত
পাখিরালা, সাগর, দঃ ২৪ পরগনা
ABRIDGED NIT
On behalf of Muriganga-I Gram Panchayat of Sagar Block under South 24 Parganas Dist. invites bids for GP Building (e-NIT No. 153) Sinking Tube well with purifire (e-Nit No- 152). The last date of submission of online bid is **30/06/2024 upto 3 pm.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in**
SD/- Pradhan
Muriganga-I GP

ফর্ম জি
অনন্যা উড প্রাইভেট লিমিটেড-কাঠের ব্যবসা পরিচালনকারী
রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন ৫ম তল, রুম নং ১০,
থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০-**এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান**
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অনন্যা উড প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAFCA5351G CIN : U20200WB2005PTC106200
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন, ৫ম তল, রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	৪২,৩২,৯৬ টাকা গত ২০২২-২০২৩ সালের ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (কর্পোরেট ডেটরের বরখাস্ত বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : ananyawood.ibc@gmail.com ক্রেডিটরদের তালিকা পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : ananyawood.ibc@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১১.০৭.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২১.০৭.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৬.০৭.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৫.০৮.২০২৪
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১০.০৮.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৯.০৯.২০২৪
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	ananyawood.ibc@gmail.com

অনিল আগরওয়াল
IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
এএফএ নং : AA1/10514/02/201124/106365 বৈধ ২০.১১.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ২৬.০৬.২০২৪ ইউনিট নং ৫০৮, ৬ষ্ঠ তল, ১৮৬৫ রাজডাঙা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০১০৭

শালিমার ওয়ারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩
ফোন : ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, ফ্যাক্স - ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০
ই-মেল আইডি : secretarial@shalimarwires.com
ওয়েবসাইট : www.shalimarwires.com
২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে কোম্পানির সদস্যগণের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার ২৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখে সকাল ১১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ('আইন') প্রযোজ্য সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীন জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সার্কুলার নং ২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি ২০২১ এবং পরবর্তী সার্কুলার সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত, সর্বশেষ ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (এমসিএ সার্কুলার সমূহ) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুযায়ী।
এজিএম নোটিশ এবং ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যগণের ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস নিকট নথিভুক্ত রয়েছে এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www. shalimar-wires.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখান থেকেও পাওয়া যাবে। এজিএম-এর নোটিশ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com থেকেও পাওয়া যাবে।
কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যগণকে যাদের সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখ ১৯ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত শেয়ার অধিকার করেন রিমোর্ট ই-ভোটিং সুবিধাদি ('রিমোর্ট ই-ভোটিং') প্রদান করবে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি সম্পাদনের জন্য ভোট প্রদানের মাধ্যমে। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধাদি প্রদান করবে ('ই-ভোটিং')। রিমোর্ট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এজিএম চলাকালীন ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার বিস্তারিত এজিএম নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অনতিবিলম্বে আপনাদের নিকট পাঠানো হবে। সদস্যগণকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী পালন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইট www.evoting. nsdl.com দেখার জন্য।
যে সকল সদস্য নথিতথ্যের আকারে শেয়ার অধিকার করেন এবং কোম্পানি/ডিপোজিটরির নিকট ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/তালিকাভুক্ত করেননি তারা ২৮তম এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পেতে পারবেন এবং/বা তারা ২৮তম এজিএম, ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে যোগ দিয়ে সুবিধা পাবেন ইভোটিং সহ নিম্নোক্ত নথিগুলির স্ক্যান করা কপি ইমেল মারফত কোম্পানি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে mdpldc@yahoo.com তে অনুরোধ পাঠিয়ে।
ক) একটি স্বাক্ষরযুক্ত আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ পত্র প্রেরণ
খ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি প্যান কার্ডের এবং
গ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি নথির (আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট) কোম্পানির নিকট নথিভুক্ত ঠিকানা প্রত্যয়কারী নথি হিসেবে
যে সকল সদস্য নথির আকারে শেয়ার অধিকার করেন এবং যারা কোম্পানির নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে প্যান, কেওয়াইসি, নমিনেশন বিস্তারিত, নিম্নোক্ত ফর্ম দাখিল করে মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটা মেটিকস প্রা. লি., কোম্পানির আরটিএ, তাদের ঠিকানা ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ইমেল mdpldc@yahoo.com ওয়েবসাইট www.mdpl.in তে অনুরোধ পাঠিয়ে আপডেট করতে হবে।
ক) ফর্ম আইএসআর - ১ : প্যান/কেওয়াইসি, ব্যাঙ্ক বিস্তারিত অথবা পরিবর্তন/আপডেশন-এর অনুরোধ
খ) ফর্ম আইএসআর - ২ : ব্যাঙ্ক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষর স্বীকৃতি প্রদান
গ) ফর্ম আইএসআর - ৩ : নমিনেশন নির্ধারন বিকল্পের ঘোষণা
ঘ) ফর্ম এসএইচ - ১৩ : নমিনেশন ফর্ম
ঙ) ফর্ম এসএইচ - ১৪ : নমিনেশন পরিবর্তন
চ) ফর্ম এসএইচ - ১৪ এবং আইএসআর-৩ : নমিনেশন বাতিল
উক্ত ফর্মগুলি আরটিএ ওয়েবসাইট www.mdpl.in থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।
সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত দ্রষ্টব্যগুলি বিশেষভাবে পড়তে এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশাবলী জানতে, রিমোর্ট ই-ভোটিং/ভোট প্রদান এজিএম চলাকালীন পদ্ধতি জানতে। অনুগ্রহ করে অন্য কোনও সহায়তার জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার/সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্টে লিখিত অনুরোধ পাঠান।
শালিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লি.এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা এস. কে. কেজরিওয়াল
তারিখ : ২৫ জুন, ২০২৪ কোম্পানি সেক্রেটারি

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ধারা ১০২ অধীনে)
শ্রী দেবদীপ ঘোষ, "ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি. -এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী দেবদীপ ঘোষ
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৭২এ বালিগঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল উদয়ন অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০১৯
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার অর্ডার এবং ইনসলভেন্সি শুরুর বিস্তারিত	সিপি নং 73/(KB) 2022 (NCLT, Kolkata); নির্দেশ তারিখ : ২১.০৬.২০২৪
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	শ্রী প্রতীম বয়াল আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-003/ IP-N00213/2018-2019/12385
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, কলকাতা - ১০০১০৯ ইমেল : pratimbayal@gmail.com
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	সেন্ট্রাল প্লাজা, রুম ৭০৮, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : ip.pratimbayal@gmail.com
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	১৭.০৭.২০২৪
৮.	সংশ্লিষ্ট দাবি সমন্বিত ফর্ম পাওয়া যাবে :	"ফর্ম বি" Web link : https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা, কোর্ট II, **শ্রী দেবদীপ ঘোষ** ব্যক্তিগত জামিনদাতা **ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি.**-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৪ (অর্ডার এনসিএলটি পোর্টালে ২১.০৬.২০২৪ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।)
শ্রী দেবদীপ ঘোষ-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৭.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
শ্রী প্রতীম বয়াল
প্রস্তাবক পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
এএফএ বৈধ - ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ২৬.০৬.২০২৪

মহর্ষি কমার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১
CIN U74140WB1983PLC223632
ফোন : ৯১-৩৩-২২২৫০২০১, ইমেল : finance@vpgrp.in
পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন), ধারা ১১০ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের (রুলস) কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ এবং উক্ত রুলস এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে এবং ইস্যুকৃত সার্কুলার এবং নোটিফিকেশন অধীনে ১৪ জুন তারিখে (পোস্টাল ব্যালট নোটিশ) পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ বিষয়সমূহ সদস্যগণের দ্বারা অনুমোদনের জন্য। সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং সম্পর্কিত বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং নির্দেশাবলি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে যাদের ঠিকানা কোম্পানি এবং বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গণ) এর নিবন্ধিত ঠিকানায় শুক্রবার ১৪ জুন ২০২৪ (কাট অফ ডেট) অনুযায়ী নথিভুক্ত রয়েছে তাদের পাঠানো হয়েছে।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশ কাট অফ ডেট অনুযায়ী সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের কাছ গৃহীত সদস্যদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত রয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যগণকে পাঠানো হয়েছে। কাট অফ ডেট অনুযায়ী সদস্যগণের নামে আদায়দত্ত মূল্যের শেয়ার নথিভুক্ত অনুযায়ী ভোটাধিকার বিবেচিত হবে। কাট অফ ডেট অনুযায়ী যারা সদস্য নন তারা এই নোটিস কেবল তথ্যের জন্য বিবেচনা করবেন। ২০১৩ সালের কোম্পান আইন এবং রুল অধীনে আবশ্যক মতে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যগণকে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল এর পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।
সদস্যগণকে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ফর্মে ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিং তপশিল এর বিস্তারিত :

ক্রম নং	বিবরণ	তপশিল
১.	সদস্যগণের ভোটাধিকার চিহ্নিত করণের জন্য কাট অফ ডেট	শুক্রবার ১৪ জুন ২০২৪
২.	পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পাদনের তারিখ	মঙ্গলবার ২৫ জুন ২০২৪
৩.	রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়	বৃহস্পতিবার ২৭ জুন ২০২৪ সকাল (৯ টায়)
৪.	রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্তর তারিখ এবং সময়	শুক্রবার ২৬ জুলাই ২০২৪ বিকেল (৫ টায়)
৫.	রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না সংশ্লিষ্ট সময়ের পরবর্তীতে	শুক্রবার ২৬ জুলাই ২০২৪ বিকেল (৫টার পর)
৬.	ভোটের ফলাফল ঘোষণার তারিখ	রবিবার ২৮ জুলাই ২০২৪ বিকেল (৫ টায়)

সদস্যগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে যে :
১. শ্রী এন সি খান্না, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত (মেম্বারশিপ নং ৪২৬৮/সি.পি নং ৫১৪৩) কে আইন মোতাবেক স্বচ্ছ এবং পক্ষপাতহীনভাবে পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত করা হয়েছে।
২. কোনও কারণে কোনও সদস্য উভয় মাধ্যমে ভোট প্রদান করলে ই-ভোটিং পদ্ধতিই গ্রাহ্য হবে এবং ফিজিক্যাল মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট ফর্ম মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে।
৩. যথাযথভাবে পূরণ করা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম স্বঠিকানা লেখা প্রাক প্রদত্ত মূল্যের ডাক টিকিট সহ খামে ২৮ জুলাই ২০২৪ তারিখের মধ্যে স্ক্রুটিনাইজারের নিকট পাঠানোর জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সংশ্লিষ্ট তারিখের পর গৃহীত হলে তা সদস্যগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়নি বলে গণ্য করা হবে। সংশ্লিষ্ট সময়ের পর ভোটাধিকার অনুমোদিত হবে না।
৪. স্ক্রুটিনাইজার প্রতিবেদন কোম্পানির ডিরেক্টর এর নিকট দাখিল করবেন এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে রবিবার ২৮ জুলাই ২০২৪। উক্ত ফলাফল কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে প্রদর্শিত হবে। যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তিনি কোম্পানির নিকট কপি পেতে অনুরোধ আবেদন জানাতে পারেন।
৫. পোস্টাল ব্যালট মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে সদস্যগণ নিম্নোক্ত ঠিকানায় : রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট যেমন নিচ টেকনোলজিস প্রা লি, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা -৭০০০১৭, ইমেল : nichetechpl@nichetechpl.com ফোন নং ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স : ২২৮০-৬৬১৯ যোগাযোগ করতে পারেন।
বোর্ডের পক্ষে
মহর্ষি কমার্শ লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪ **স্বেতা শর্মা**
স্থান : কলকাতা **(কোম্পানি সেক্রেটারি)**

সত্যি হল আফগান রূপকথা

বাংলাদেশকে হারিয়ে সেমিফাইনালে রশিদেরা, ছিটকে গেল অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার লড়াই চলল শেষ ম্যাচ পর্যন্ত। মঙ্গলবার খেলতে নামা আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের যেমন সুযোগ ছিল। তেমনই এই ম্যাচের উপর নির্ভর করছিল অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য। তিন দলের কাছেই সুযোগ ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ৮ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে আফগানিস্তান। ছিটকে গেল অস্ট্রেলিয়া।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১১৫ রান করে আফগানিস্তান। বাংলাদেশকে সেমিফাইনালে উঠতে হলে সেই রান করতে হত ১২.১ ওভারে। কিন্তু সেটা করতে পারলেন না শাকিব আল হাসানেরা। বৃষ্টির কারণে বার বার বন্ধ হল খেলা। বাংলাদেশের লক্ষ্যও বদলে গিয়েছিল। জয়ের জন্য ১৯ ওভারে ১১৪ রান প্রয়োজন ছিল তাদের। শেষ পর্যন্ত ৮ রানে হেরে গেল বাংলাদেশ।

সুপার ৮-এ ভারতের বিরুদ্ধে হারলেও অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতল আফগানিস্তান। চার পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠলেন রশিদেরা। তাঁদের খেলতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে এক বার মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে। দ্রুত রান তুলছিলেন লিটন দাসেরা। কিন্তু পঞ্চম উইকেট পড়ার পরেই হঠাৎ থমকে যায় বাংলাদেশ। সেই সময় লিটনদের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল ১২.১ ওভারে জিতলে তাঁদের সেমিফাইনালে ওঠার যে সুযোগ রয়েছে, তা ভুলেই গিয়েছেন। সেটার কৃতিত্ব দিতে হবে রশিদ এবং নুর আহমেদকেও। তাঁদের স্পিন বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল বাংলাদেশের ব্যাটারদের।

উইকেট নেওয়ার শুরুটা করেছিলেন ফজলহক ফারুকি এবং নবীন উল হক। ২৩ রানের মধ্যে ৩ উইকেট চলে যায় বাংলাদেশের। মিডল ওভারে দাপট দেখালেন রশিদ। তিনি ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নেন। অন্য দিকে, নুর উইকেট না পেলেও ৪ ওভারে দিলেন ১৩ রান। তাতেই সমস্যায় পড়ে যায় বাংলাদেশ। তাদের হারের নেপথ্যে অবশ্যই রয়েছে মিডল অর্ডারের ব্যর্থতা।

দায় নিতে হবে লিটনকেও। তিনিই একমাত্র ব্যাটার, যিনি শেষ পর্যন্ত ছিলেন। কিন্তু অপরাজিত লিটন বার বার এক রান নিয়ে স্ট্রাইক দিলেন তানজিম হাসান শাকিব, তাসকিন আহমেদদের। অনেক সময়ই দেখা গেল শেষ বলে রান না নিলে লিটনের ব্যাট করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু সেখানে এক রান নিল বাংলাদেশ। অনেক সময় আবার ওভারের প্রথম বলেই সিঙ্গল নিয়ে দলের বোলারদের ব্যাট করতে দিলেন অর্ধশতরান করা লিটন। তিনি বেশি বল খেলার চেষ্টা করলে হয়তো জিতে যেত বাংলাদেশ।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার দেওয়া হয় নবীনকে। তিনি ২৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নেন। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে সেরার পুরস্কার পাওয়ার দাবিদার ছিলেন রশিদও। তিনি ২৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। গুরুত্বপূর্ণ সময় রান আটকে দেন। সেই সঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না ব্যাট হাতে রশিদ তিনটি ছক্কা মারেন। তাঁর ১০ বলের ইনিংসে ওই তিনটি ছক্কা দলকে লড়াই করার জমি দেয়। রশিদ ওই রানটা না করলে হেরেও যেতে পারত তাঁর দেশ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আফগানিস্তান খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। ২৭ জুন সকালে হবে সেই সেমিফাইনাল। সেই দিনই রাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে ভারত এবং ইংল্যান্ড। ফাইনাল ২৯ জুন।

৭৪ শতাংশ বলের দখল রেখে গোলে ১৯টি শট নিয়েও জিততে পারল না ব্রাজিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধু গোলটাই পেল না ব্রাজিল! ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো, লুকাস পাকেতা, রাফিনিয়ারা মিলে কোস্টারিকার রক্ষণে ৯০ মিনিট জুড়েই আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছেন। মাঝমাঠে ব্রুনো গিমারেজ-জো গোমেজরাও দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ৭৪ শতাংশ বলের দখল রেখেছে ব্রাজিল, কোস্টারিকার বক্সে ৫০ বারের বেশি বল স্পর্শ করেছে তারা, গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছে ১৯টি। এমন পারফরম্যান্সের পরও কোপা আমেরিকার শুরুটা জয় দিয়ে করতে পারেনি দরিভাল জুনিয়রের দল। কোস্টারিকার বিপক্ষে আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করে মাঠ ছেড়েছে ব্রাজিল।

জানুয়ারি মাসে ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার পর দরিভাল জুনিয়র আজকের আগ পর্যন্ত চার ম্যাচে ডাগআউটে দাঁড়িয়েছেন। সেই চার ম্যাচের একটিতেও হারেনি ব্রাজিল, দুটি জয় আর দুটিতে করেছে ড্র। ব্রাজিলের নতুন কোচের আসল বড় পরীক্ষা তো আসলে এবারের কোপা আমেরিকাই।

লস অ্যাঞ্জেলেসের ইঙলেউড স্টেডিয়ামে সেই পরীক্ষার শুরুটা জয় দিয়ে করতে পারেননি দরিভাল জুনিয়র। ফুটবল বিশ্বের লাখো চোখ ছিল আজ এই ম্যাচে। সবাই দেখার অপেক্ষায় ছিলেন দরিভাল জুনিয়রের অধীনে ব্রাজিলের নতুন যুগের শুরুটা কেমন হয়। কোস্টারিকার বিপক্ষে জয় না পেলেও ব্রাজিলের সমর্থকেরা হয়তো খুব একটা হতাশ হবেন না। কারণ, পুরো ম্যাচেই যে কোস্টারিকার ওপর ছড়িয়ে ঘুরিয়েছে ব্রাজিল। উপহার দিয়েছে সুন্দর ফুটবল। শুধু গোলটাই পায়নি তারা।

ভাগ্যও আসলে ব্রাজিলের সহায় হয়নি। পোস্ট, ভিএআর আর অফসাইডের ফাঁদে আটকে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি তারা। ৩০ মিনিটে তো কোস্টারিকার জালে বল পাঠিয়েছিলেন মার্কিনিওস। রাফিনিয়ার ফ্রি-কিক থেকে দুর্দান্ত এক ফ্লিকে রদ্রিগো বক্সের মধ্যে বল দেন মার্কিনিওসকে। তিনি বল জালে পাঠালেও ভিএআরের সাহায্য নিয়ে সেটা বাতিল করেন রেফারি। দেন অফসাইডের সিদ্ধান্ত।

এরপর কোস্টারিকার রক্ষণে পুরোটা সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে ব্রাজিল। কিন্তু গোলে ১৯টি শট নিলেও লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে মাত্র ৩টি। সেই তিন শটের মধ্যে পাকেতার নেওয়া একটি আবার পোস্টে লেগে ফিরে আসে। একবার তো রদ্রিগো গোলকিপারকে কাটিয়েও পোস্টে বল রাখতে পারেননি।

'ডি' গ্রুপে দিনের আরেক ম্যাচে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে কলম্বিয়া। প্যারাগুয়েকে তারা হারিয়েছে ২-১ গোলে। এই জয়ে ১ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে কলম্বিয়া। ১টি করে পয়েন্ট নিয়ে ব্রাজিল দ্বিতীয় ও কোস্টারিকা আছে তৃতীয় স্থানে। কোনো পয়েন্ট না পাওয়া প্যারাগুয়ে আছে চার নম্বরে।

শুরুতেই কলকাতা লিগ জমিয়ে দিল মহমেডান, প্রথম ম্যাচেই ছ'গোল উয়াড়িকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচই জমিয়ে দিল মহমেডান স্পোর্টিং। গত তিন বার কলকাতা লিগ জিতেছে তারা। এ বারও শুরু করল ভাল ভাবেই। মঙ্গলবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে উয়াড়িকে ৬-০ গোলে হারাল সাদা-কালো ব্রিগেড। জোড়া গোল সজল বাগ এবং লালথানকিমার। একটি করে গোল অ্যাশলে আলবানকোলি এবং থোকচম জেমস সিংহের।

উয়াড়ির লিগে খেলা নিয়ে দীর্ঘ দিন অনিশ্চয়তা ছিল। শেষ মুহূর্তে খেলার সুযোগ পাওয়ায় ভাল করে প্রস্তুতি নিতে পারেনি। মাত্র চার দিনের প্রস্তুতিতে কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল তারা। তুলনায় প্রথমার্ধে বেশ ভালই খেলে। মাত্র একটি গোল হজম করে তারা। সেটি একক দক্ষতায় করেন সজল বাগ। ডান দিক থেকে বল পেয়ে উঠে গিয়েছিলেন সামনের দিকে। প্রথমে উয়াড়ির দু'জন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে নেন। এর পর গোলকিপারকে পরাস্ত করে বল জালে জড়ান।

দ্বিতীয়ার্ধে দলের এবং নিজের দ্বিতীয় গোল করেন সজল। সতীর্থের থেকে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে বিপক্ষ গোলকিপার নবকুমার ঘোষকে পরাস্ত করান। দ্বিতীয় গোলটি খাওয়ার পরেই উয়াড়ির খেলার মধ্যে শ্লথতা লক্ষ করা যায়। তার পূর্ণ ফায়দা নেয় মহমেডান। একের পর এক আক্রমণ করতে শুরু করে তারা।

উয়াড়ি শেষ দিকে প্রায় সবক'টি গোলই খেয়েছে রক্ষণের ভুলে। মহমেডানের খেলোয়াড়েরা দীর্ঘ দিন অনুশীলন করায় তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেটাই দেখা গিয়েছে খেলায়।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল বৃহস্পতিবার, ম্যাচের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কতটা?

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত। সেমিফাইনালে খেলতে হবে গত বারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। যে দলে আইপিএলে খেলা একাধিক ক্রিকেটার রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের পর আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় দলও। কিন্তু সেই সেমিফাইনাল হবে তো? বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবারের ম্যাচে। ভারত বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচটি ভারতীয় সময় ২৭ জুন রাত ৮টা থেকে শুরু। গায়ানায় হবে ম্যাচটি। বৃহস্পতিবার সেখানে ৮৮ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যে মাঠে খেলা, সেখানকার নিকাশি ব্যবস্থাও খুব ভাল নয়। ম্যাচের আগে যদি ভারী বৃষ্টি হয়, তা হলে আউটফিল্ড ভিজে থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে খেলা শুরু হতে দেরি হবে। ম্যাচের সময় বৃষ্টি হলে তো খেলাই সম্ভব নয়। ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালটি ওই দিনেই। তবে তা হবে সকালে। সেই ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রয়েছে। অর্থাৎ কোনও কারণে ম্যাচটি ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকালে না হলে শুক্রবার সকালে হবে। কিন্তু ভারত খেলবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। সেই ম্যাচের কোনও রিজার্ভ ডে নেই। তবে প্রয়োজনে ২৫০ মিনিট পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় ম্যাচ করানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত এবং ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচটি যদিও রোহিত শর্মা মনে রাখতে চাইবেন না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল। এ বারের বিশ্বকাপে সেই ম্যাচের বদলা নেওয়ার সুযোগ থাকছে রোহিতদের সামনে।

ফুটবলের মতো ক্রিকেটেও 'প্লে অ্যাক্টিং'-এর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সেমিফাইনালে ওঠা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করার অভিযোগ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পায়ে টান লাগার জন্য শুয়ে পড়েছিলেন গুলবদিন নইব। কিন্তু সেটা অভিনয় ছিল বলে অভিযোগ। সময় নষ্ট করার জন্য এমনটা করা হয়েছিল বলে দাবি প্রাক্তন ক্রিকেটারদের। এর জন্য কি তাঁর শাস্তি হতে পারে?

বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান ম্যাচে বার বার বৃষ্টি হয়। ম্যাচ বন্ধ রাখতে হয়। একটা সময় আফগানিস্তান ডিএলএস নিয়মে ২ রানে এগিয়ে ছিল। সেই সময় বৃষ্টি হলেও তা খুব বেশি ছিল না। খেলা তখনও চলছিল। বাইরে থেকে আফগান কোচ জোনাথন ট্রট ক্রিকেটারদের সময় নষ্ট করার ইঙ্গিত করেন। বৃষ্টি আসছে সেটাও দেখান আঙুল দিয়ে। এমন সময় স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা গুলবদিন পা ধরে মাটিতে শুয়ে পড়েন। বোঝাতে চান তাঁর পায়ে টান লেগেছে। এর ফলে সময় নষ্ট হয় এবং তত ক্ষণে বৃষ্টি এসে যাওয়ায় আম্পায়ারেরা মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দেন। সেই সময় সতীর্থদের কাঁধ ধরে মাঠ ছাড়েন গুলবদিন। যদিও পরে আবার খেলা শুরু হয় এবং বাংলাদেশকে অল আউট করে ম্যাচ জেতে আফগানিস্তান। সেই সময় লাফাতে দেখা যায় গুলবদিনকে।

বৃষ্টি থামলে দলের সঙ্গে মাঠে নামেন গুলবদিন। তখন তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখায়। তিনি বলও করেন। কিন্তু পায়ে টান লেগেছে বলে পড়ে যাওয়ার সময় তাঁর মুখ দেখে ধারাভাষ্যকারদের মনে হয়নি লেগেছে বলে। সাইমন ডুল ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, তাকোচ কী বলছে সেটা সকলে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এমন ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরি করাটা ঠিক নয়। খুব খারাপ পরিকল্পনা।দ

ফুটবলে অনেক সময়েই সময় চুরি করতে চোট লাগার অভিনয় করেন অনেকে। রেফারি তা বুঝতে পারলে কার্ডও দেখান। গুলবদিনের চোট লাগা দেখে সেই কথা মনে পড়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, তগুলবদিন নইবকে রেড কার্ড দেখানো উচিত।দ ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন প্রশ্ন তুলেছেন ক্রিকেটীয় স্পিরিট নিয়ে।

লারাকে দেওয়া কথা রাখতে পেরে খুশি রশিদ খান

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই আফগানিস্তানকে নিয়ে কতজন বাজি ধরেছিল? খুব বেশি হয়তো নয়। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শুধু কিংবদন্তি ব্রায়ান লারাই বিশ্বকাপের আগে সম্ভাব্য সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে আফগানিস্তানকে বেছে নিয়েছিলেন। বাকিদের কথা ছিল এমন;ভালো করবে, দুয়েকটা ম্যাচ হয়তো জিতবে।

তবে শেষ পর্যন্ত লারার কথাই সত্যি হয়েছে। আজ বাংলাদেশকে ৮ রানে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে টপকে শেষ চারে উঠেছে আফগানিস্তান। সেমিফাইনালে উঠে তাই লারাকে মনে করতে ভোলেননি আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রশিদ বলেছেন, 'একমাত্র ব্রায়ান লারাই আমাদের সেমিফাইনালে দেখেছিলেন। আমরা তাঁকে সঠিক প্রমাণ করেছি। আমরা যখন ওয়েলকাম পার্টিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, আমি তাঁকে বলেছিলাম;আমরা আপনাকে হতাশ করব না।'

রশিদ এর সঙ্গে যোগ করে বলেছেন, 'সেমিফাইনালে যাওয়া আমাদের জন্য স্বপ্নের ছিল। আমরা যেভাবে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলাম, নিউজিল্যান্ডকে হারানোর পরই আমাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছিল। এটা অবিশ্বাস্য।'

আফগানিস্তান আগে ব্যাটিং করে তুলেছিল ১১৫ রান। সেন্ট ভিনসেন্টের এই উইকেট বিবেচনায় রান কম করেছে আফগানিস্তান, মনে করেন রশিদ। তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় এই উইকেট ১৩০-১৩৫ রানের উইকেট। তবে আমরা ১৫ রান কম করেছি। আমরা জানতাম বাংলাদেশ আক্রমণাত্মক খেলবে, আমরা জানতাম তাতেই আমরা সুবিধা নিতে পারব। আমরা বাড়তি কিছু করিনি, পরিকল্পনা স্পষ্ট ছিল। আমরা দেশের মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছি, আমরা এসব নিয়ে কথা বলেছি, সবাই দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে।'

নতুন বলে বোলিং করা পেসারদের নিয়ে রশিদ বলেছেন, 'টি-টোয়েন্টিতে শুরুটা ভালো হলে, মাঝের ওভারে কাজটা সহজ হয়। পুরো টুর্নামেন্টেই তারা আমাদের ভালো শুরু এনে দিয়েছে। ব্যাটসম্যানদের আক্রমণাত্মক বল করতে এটা আমাদের কাজটা সহজ করে দেয়। তারা কাজটা করেছে, চিন্তাভাবনাও পরিষ্কার ছিল।'

আফগানিস্তান ১৬ বছর আগেও ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট লিগের পঞ্চম বিভাগে খেলেছে। তখন আফগানদের খেলতে হতো জাপান, সিঙ্গাপুরের মতো দলের সঙ্গে। এখন সেমিফাইনালে রশিদের দল খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। স্বাভাবিকভাবেই আন্দাজ করা যায় আফগানিস্তানের উদ্‌যাপনের মাত্রাটা কেমন হবে, 'দেশে ব্যাপক উদ্‌যাপন হবে। আমাদের জন্যও এটা বড় অর্জন। আমরা অনূর্ধ্ব১৯ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলেছিলাম, দেশে এখন কী অবস্থা সেটা বোঝানোর ভাষা নেই। সেমিতে আমাদের পরিষ্কার চিন্তাভাবনা নিয়ে যেতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে আমরা যেন মঞ্চটা উদ্‌যাপন করি।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**